www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা

(ঈমান)

শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল-কাদেরী

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

লেখক পরিচিতি

বর্তমান যুগের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আলকাদেরী পাকিস্তানের জং শহরে ১৯৫১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম স্থানে পাস করে নতুন এক রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তিনি এই সুবাদে গোল্ড মেডেল অর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য নাম্বার পেয়ে তিনি একই ইউনিভার্সিটি থেকে এল.এল.বি পাস করেন । ১৯৮৬ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি তাঁকে 'ইসলামে শান্তি : এর প্রকার ও দর্শন' শীর্ষক বিষয়ের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে।

তিনি মুসলিম বিশ্বের মহান রূহানী ব্যক্তিত্ব , ওলীদের আদর্শ পুরুষ সাইয়িদুনা তাহের আলাউদ্দীন আল-কাদেরী আল-বাগদাদী (রহ) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে তরীকত ও তাসাউফ-এর দীক্ষা ও ফায়য্ অর্জন করেছেন। হযরতের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং তাঁর পিতা ড. ফরীদুদ্দীন কাদেরী, মাওলানা আবদুর রশীদ রেজভী, মাওলানা জিয়াউদ্দীন মাদানী,মাওলানা আহমদ সাঈদ কাজেমী, ড. বোরহান আহমদ ফারুকী এবং শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আলূনী আল-মালেকী আল-মক্কী রহ. এর মতো প্রখ্যাত আলেমগণ।

তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত পুরো পাকিস্তানব্যাপী 'উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায়' প্রথম হয়ে 'কায়েদে আ'জম গোল্ড মেডেল' অর্জন করেছেন। এ ছাড়াও তিনি অর্জন করেছেন আরো অনেকগুলি গোল্ড মডেল। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির এল.এল.বি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। এ ছাড়াও পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির সেন্ট,সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি একই সঙ্গে পাকিস্তান শরয়ী আদালতের ফিকহ উপদেষ্টা,পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টা,ইসলামি পাঠ্যক্রম জাতীয় কমিটির দক্ষ সদস্য,আ'লা তাহরীক মিনহাজুল কুরআনের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক,পাকিস্তান আওয়ামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মলনের সহসভাপতি,আন্তর্জাতিক ইসলামি একতা সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল,পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য এবং উনিশটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলবিশিষ্ট সংগঠন 'পাকিস্তান আওয়ামী ইত্তেহাদ' এর সভাপতি। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন আধুনিক ও প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রখ্যাত বিদ্যাপিঠ 'মিনহাজুল কুরআন ইউনিভার্সিটি ,লাহোর'।

উর্দু,আরবি ও ইংরেজী ভাষায় এ পর্যন্ত তিন'শর ওপরে তাঁর রচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। বিচিত্র বিষয়ে রচিত তাঁর আটশতাধিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পথে রয়েছে।

মানবকল্যানের কারণে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক, চিন্তানৈতিক ও সামাজিক খেদমতকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নিম্নে আমরা তার কিছু নমুনা পেশ করছি :

১. গবেষণা, রচনা এবং মানবকল্যাণের লক্ষ্যে আত্যন্তিক প্রচেষ্টার জন্য দ্বিতীয় মিলিনিয়ামের শেষ প্রান্তে পৃথিবীর পাঁচশত প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনিস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের অসাধারণ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ International Whos who of Contemporary Achievement 'সমকালীন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব পুরস্কার'-এর পঞ্চম এডিশনে ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরীর ওপর একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়ছে।

৩. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনিস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে পৃথিবীর সবচে' বড় বেসরকারি শিক্ষাপ্রকল্প বাস্তবায়ন, দুইশ গ্রন্থের লেখক হওয়া , পাঁচ হাজারের অধিক বিষয়ের ওপর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ও সংগঠনে বক্তৃতা উপস্থাপন করা , 'মিনহাজুল কুরআন আন্দোলন'এর প্রতিষ্ঠাতা এবং 'দি মিনহাজ ইউনিভার্সিটির' চ্যান্সেলর হওয়ার সুবাদে The International Cultural Diploma of Honour আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ডিপ্লোমা অব অনার্স- উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

৪. ইংল্যান্ডের ইন্টারনেশনাল বায়ুগ্রোফিক্যাল সেন্টার অব কেম্ব্রিজ- (IBC) এর পক্ষ থেকে শিক্ষা ও সমাজের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্থাপনের সুবাদে তাকে The International Man of the Year 1998-99 '১৯৯৮-৯৯ সালের আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

৫. বিংশ শতাব্দিতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ সেবা করার জন্য তাকে Leading Intellectual of the World 'বিশ্বের মহান বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিত্ব- এর উপাধি প্রদান করা হয়েছে।

৬. শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তার অদ্বিতীয় খেদমতের জন্য International Who is Who -পক্ষ থেকে Individual Achievement Award 'অনন্য ব্যক্তিত্ব পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে।

৭. নজীরবিহীন গবেষণার কারণে (ABI) এর পক্ষ থেকে Key of Success 'সফলতার চাবিকাঠি'র সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

৮. বিংশ শতাব্দির International Who is Who এর পক্ষ থেকে Certificate of Recognition 'যোগ্যতার স্বীকৃতি সনদ' প্রদান করা হয়েছে।

সন্দেহাতীতভাবে শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী একজন ব্যক্তি মাত্র নন; বরং তিনি মুসলিম উম্মার জন্য একটি নতুন যুগের প্রতিষ্ঠাতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যোগ্য প্রতিনিধি।

সবুজপত্রী পাবলিকেশন

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

تعلیمات اسلام (ایمان)

ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা (ঈমান)

মূল
শায়খুল ইসলাম আল্লামা ড. তাহের আলকাদেরী

অনুবাদ
আবদুন নাসের চৌধুরী

প্রকাশক
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্নোত্তর ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা (ঈমান)

সংকলনে : শায়খুল ইসলাম আল্লামা ড. তাহের আলকাদেরী

ভাষান্তর : আবদুন নাসের চৌধুরী

সম্পাদনা : আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা)
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, ফোন : ০৩১-২৮৫৮৫০৮

সর্বস্বত্ব : সন্‌জরী পাবলিকেশনের পক্ষে
নুরে ফেরদৌস লিসা

প্রচ্ছদ : সার্ভার স্টেশন আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

প্রথম প্রকাশ : ০৬ জুলাই ২০০৯ ইংরেজী,
১২ রজব ১৪৩০ হিজরী,
২২ আষাঢ় ১৪১৬ বাংলা

মূল্য : ৮০ [আশি] টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : মোহাম্মদীয়া কুতুবখানা
৪২, জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

আজকের সূর্যোদয় গ্রুপ (অফিস)
২৬, চামেলীবাগ, শান্তিনগর প্রধান সড়ক, ঢাকা-১২১৭

Islamer Boniadi Shikka (Iman)
By: Allamah Doctor Taher AL-kaderi
Translated In Bengali By: Abdun Naser Chowdhury
Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury
Published By: Mohammad Abu Tayeb Chowdhury
Price: Tk 80/-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا

عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ

وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجَمِ

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالٰى وَعَلٰى وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلَّمَ﴾

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূচিপত্র

*	ভূমিকা	৯
প্রশ্ন : ১	ঈমান কাকে বলে?	১১
প্রশ্ন : ২	ঈমান শব্দের অর্থ কী এবং ঈমান দ্বারা কী বোঝায়?	১১
প্রশ্ন : ৩	ঈমানের হাকীকত কী?	১১
প্রশ্ন : ৪	কুরআনে করীমে ঈমান শব্দটি কতবার উচ্চারিত হয়েছে?	১২
প্রশ্ন : ৫	ঈমানের বিষয়বস্তু কী?	১২
প্রশ্ন : ৬	আকাইদ কাকে বলে?	১২
প্রশ্ন : ৭	ঈমান ও আকীদার মধ্যে পার্থক্য কী?	১২
প্রশ্ন : ৮	আকাইদের সাথে সম্পর্কিত জ্ঞানকে কি বলা হয়?	১৩
প্রশ্ন : ৯	শুধু কি জ্ঞান থাকলে ঈমানের অধিকারী হওয়া যায়?	১৩
প্রশ্ন : ১০	ঈমানের গুণাবলী কি কি?	১৩
প্রশ্ন : ১১	ঈমানে মুজমাল কি?	১৪
প্রশ্ন : ১২	ঈমানে মুফাচ্ছাল কাকে বলে?	১৪
প্রশ্ন : ১৩	মানবকূলকে কোন কোন বিষয়ে ঈমান আনার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?	১৪
প্রশ্ন : ১৪	ঈমান বিল্লাহ বা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস কাকে বলে?	১৬
প্রশ্ন : ১৫	আল্লাহর গুণাবলী কী?	১৬
প্রশ্ন : ১৬	আল্লাহর গুণাবলী কি সৃষ্টির মধ্যে পাওয়া যায়?	১৭
প্রশ্ন : ১৭	কোন গুণাবলী শুধু আল্লাহপাকের জন্য বিশেষিত?	২১
প্রশ্ন : ১৮	সত্তাগত এবং প্রদত্ত গুণাবলীর মধ্যে পার্থক্য কী?	২২
প্রশ্ন : ১৯	ঈমান বির-রাসুল বা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর বিশ্বাস দ্বারা কী বোঝায়?	২২
প্রশ্ন : ২০	নবী এবং রাসুল কাকে বলে?	২৩
প্রশ্ন : ২১	পূর্ববর্তী নবীগণের রিসালাত এবং রিসালাতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে পার্থক্য কী?	২৩
প্রশ্ন : ২২	রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পর অন্য কাউকে নবী মানার হুকুম কী?	২৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন : ২৩	খাতামুন নাবীয়্যীন বা আখেরী নবী দ্বারা কী বোঝায়?	২৫
প্রশ্ন : ২৪	পরকালের ওপর বিশ্বাস দ্বারা কী বোঝায়?	২৫
প্রশ্ন : ২৫	আলমে বরযখ বা কবর জগৎ কাকে বলে?	২৬
প্রশ্ন : ২৬	কিয়ামত কাকে বলে?	২৬
প্রশ্ন : ২৭	কিয়ামতের নিদর্শন বলতে কী বোঝায়?	২৭
প্রশ্ন : ২৮	জান্নাত কাকে বলে?	২৭
প্রশ্ন : ২৯	দোযখ কাকে বলে?	২৯
প্রশ্ন : ৩০	ঈমান বিল-কিতাব বা কিতাবের ওপর বিশ্বাস দ্বারা কী বোঝায়?	৩০
প্রশ্ন : ৩১	আল্লাহ প্রেরিত প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাবসমূহ কী কী এবং তা কোন কোন পয়গাম্বরের ওপর অবতীর্ণ হয়?	৩০
প্রশ্ন : ৩২	পূর্বের আসমানী কিতাবসমূহ কি তার মূল অবস্থানে বিরাজমান?	৩০
প্রশ্ন : ৩৩	কুরআন করীম অবতীর্ণ হওয়ার পর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের হুকুম কী?	৩১
প্রশ্ন : ৩৪	ঈমান বিল-মালায়িকা বা ফেরেশতাদের ওপর বিশ্বাস দ্বারা কী বোঝায়?	৩১
প্রশ্ন : ৩৫	ফেরেশতা কারা? তারা কীসের সৃষ্টি?	৩২
প্রশ্ন : ৩৬	কোন কাজ ফেরেশতাদের জিম্মায় আছে?	৩৩
প্রশ্ন : ৩৭	মানুষের ভালো এবং মন্দ কাজ লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা কারা?	৩৪
প্রশ্ন : ৩৮	তাকদীরের ওপর বিশ্বাস দ্বারা কী বোঝায়?	৩৫
প্রশ্ন : ৩৯	কাযা এবং কদর দ্বারা কী বোঝায়?	৩৬
প্রশ্ন : ৪০	তাকদীরের ফয়সালা কি অটল থাকে নাকি পরিবর্তন হয়?	৩৭
প্রশ্ন : ৪১	তাকদীর ও কাযার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা কি বৈধ?	৩৯
প্রশ্ন : ৪২	দ্বীন ইসলাম দ্বারা কী বোঝায়?	৪০
প্রশ্ন : ৪৩	ঈমান এবং ইসলামের মধ্যে পার্থক্য কী?	৪০
প্রশ্ন : ৪৪	মুসলমান কাকে বলে?	৪১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন : ৪৫	মুসলমান হওয়ার জন্য শর্ত কী?	৪১
প্রশ্ন : ৪৬	কালমা তাইয়্যেবা কাকে বলে?	৪১
প্রশ্ন : ৪৭	মানুষ মাতৃভাষায় একত্ববাদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি দিলে মুসলমান হয় কি-না?	৪১
প্রশ্ন : ৪৮	কালমা তাইয়্যেবার পর অন্য কোন কালমা আছে কি, যা পড়লে এবং মানলে মুসলমান হওয়া যায়?	৪১
প্রশ্ন : ৪৯	কালমা তাইয়্যেবা ও কালমা শাহাদতের মধ্যে পার্থক্য কী?	৪২
প্রশ্ন : ৫০	বোবা লোকের ইসলাম গ্রহণ কীভাবে বোঝা যাবে?	৪২
প্রশ্ন : ৫১	দ্বীনের প্রয়োজনীয় আহকাম থেকে কিছু বাদ দিলে তার হুকুম কি?	৪২
প্রশ্ন : ৫২	মুসলমান হওয়ার পরও আমাদের ঈমান এত দুর্বল কেন?	৪২
প্রশ্ন : ৫৩	কীভাবে শক্তিশালী ঈমানের অধিকারী হওয়া যায়?	৪৩
প্রশ্ন : ৫৪	ইয়াকীনের স্তর কয়টি?	৪৩
প্রশ্ন : ৫৫	ইলমুল ইয়াকীন কী?	৪৩
প্রশ্ন : ৫৬	ইরফান কী?	৪৪
প্রশ্ন : ৫৭	ঈকান কী?	৪৫
প্রশ্ন : ৫৮	ঈমানের সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ স্তর কোনটি?	৪৬
প্রশ্ন : ৫৯	ঈমানের সৌন্দর্য বা বৈশিষ্ট কি?	৪৮
প্রশ্ন : ৬০	ঈমান বৃদ্ধি ও ঘাটতি হয় কি-না?	৪৯
প্রশ্ন : ৬১	বর্তমান যুগে ঈমানের সংরক্ষণ কীভাবে সম্ভব?	৫০
প্রশ্ন : ৬২	আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বলতে কী বোঝায়?	৫১
প্রশ্ন : ৬৩	রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্ক বলতে কী বোঝায়?	৫২
প্রশ্ন : ৬৪	কুরআনের সাথে সম্পর্ক বলতে কী বোঝায়?	৫৩
প্রশ্ন : ৬৫	ঈমানের ওপর দৃঢ়তার নিদর্শন কী?	৫৩
প্রশ্ন : ৬৬	ইস্তিকামত বা দৃঢ়তার প্রথম পরীক্ষা কী?	৫৪
প্রশ্ন : ৬৭	ইস্তিকামত বা দৃঢ়তার দ্বিতীয় পরীক্ষা কী?	৫৪
প্রশ্ন : ৬৮	ইস্তিকামত বা দৃঢ়তার তৃতীয় পরীক্ষা কী?	৫৫
প্রশ্ন : ৬৯	ইস্তিকামত বা দৃঢ়তার চতুর্থ পরীক্ষা কী?	৫৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন : ৭০	ইস্তিকামত বা দৃঢ়তার পঞ্চম পরীক্ষা কী?	৫৫
প্রশ্ন : ৭১	ঈমানের শাখা দ্বারা কী বোঝায়?	৫৬
প্রশ্ন : ৭২	আদাবে ঈমান বা ঈমানের মৌলিক শিষ্টাচার কয়টি ও কী কী?	৫৬
প্রশ্ন : ৭৩	বর্তমানে সাধারণত মুসলিম উম্মাহ এবং বিশেষত যুবকরা ঈমানের প্রভাব থেকে বঞ্চিত কেন?	৫৭
প্রশ্ন : ৭৪	আদর্শিক আক্রমণ কী? তা হতে উত্তরণ কীভাবে সম্ভব?	৫৮
প্রশ্ন : ৭৫	সাংস্কৃতিক আক্রমণ বলতে কী বোঝায়? উত্তরণের উপায় কী?	৫৯
প্রশ্ন : ৭৬	মুসলিম উম্মাহর পরিপন্থী আবেগিক হামলা থেকে উত্তরণের উপায় কী?	৬১
প্রশ্ন : ৭৭	ঈমানের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্ক রাখার গুরুত্ব কী?	৬২
প্রশ্ন : ৭৮	সাহাবায়ে কেরামের কোন আমলসমূহ তাঁদেরকে ঈমানের পূর্ণাঙ্গতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শিখরে সমাসীন করেছে?	৬৩
প্রশ্ন : ৭৯	অগ্রাধিকার কি : ঈমান না আমল?	৬৪
প্রশ্ন : ৮০	ঈমানে দৈহিক আমলের গুরুত্ব কী?	৬৫
প্রশ্ন : ৮১	মুমিন কাকে বলে?	৬৫
প্রশ্ন : ৮২	মুমিন কত প্রকার ও কী কী?	৬৫
প্রশ্ন : ৮৩	হাদীস অনুযায়ী মুমিনের গুণাবলী কী?	৬৫
প্রশ্ন : ৮৪	আল্লাহপাক মুমিনগণকে ঈমানের কোন স্তরে ভূষিত করবেন?	৬৭
প্রশ্ন : ৮৫	যদি কোন ব্যক্তি জীবন বাঁচাতে বাধ্য হয়ে কুফুরী বাক্য বলে, তার ঈমান চলে যাবে কি-না?	৬৮
প্রশ্ন : ৮৬	মুনাফেক কাকে বলে?	৬৮
প্রশ্ন : ৮৭	মুনাফেকীর নিদর্শন কী?	৬৮
প্রশ্ন : ৮৮	মুমিন, মুসলমান এবং মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য কী?	৭০
প্রশ্ন : ৮৯	মুরতাদ কাকে বলে?	৭০
প্রশ্ন : ৯০	কাফির কাকে বলে?	৭০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন : ৯১	বে-ঈমান লোক ভালো কাজ করলে তারা কি দুনিয়ায় ও আখিরাতে প্রতিদান পাবে?	৭০
প্রশ্ন : ৯২	কাদের ঈমানকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশ্চর্য ও উন্নত ঈমান বলে স্বীকৃতি দেন?	৭১
প্রশ্ন : ৯৩	ইলমে গায়ব দ্বারা কী বোঝায়?	৭৩
প্রশ্ন : ৯৪	গায়বের ইলম দান করার পরও গায়ব বলা যায়?	৭৩
প্রশ্ন : ৯৫	ঈমান বিল-গায়ব বা অদৃশ্যের ওপর বিশ্বাস দ্বারা কী বোঝায়?	৭৩
প্রশ্ন : ৯৬	দুর্বল ঈমানাদরদেরকে শয়তান কিভাবে আক্রমণ করে?	৭৩
প্রশ্ন : ৯৭	ঈমানের স্বাদ পাওয়ার সৌভাগ্য কার?	৭৪
প্রশ্ন : ৯৮	ঈমান খাঁটি হওয়ার নিদর্শন কী?	৭৫
প্রশ্ন : ৯৯	ঈমানের মূল কেন্দ্রবিন্দু কী?	৭৫
প্রশ্ন : ১০০	মুসলিম উম্মতের ঈমানের দৃঢ়তার জন্য তাহরীকে মিনহাজুল কুরআন কী ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে?	৭৬
*	প্রমাণপঞ্জী	৭৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ভূমিকা

তাহরীকে মিনহাজুল কুরআন মানুষদেরকে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে উজ্জীবিত এবং সাধারণ মানুষদেরকে ধর্মের ব্যাপারে অনুপ্রেরণা ও সজাগ করে তোলার জন্য জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। মানবজীবনের পরিবর্তনের চাহিদাসমূহ এবং ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির আলোকে ধর্মের প্রভাব ব্যক্তিজীবনের প্রতিটি পরতে পরতে পৌঁছিয়ে দেয়ার প্রয়োজন একান্তভাবে অবলম্বনযোগ্য। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লিখিত প্রফেসর ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরীর অনেক কিতাব বিদ্যমান। কিন্তু তা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য জ্ঞান থাকা জরুরি। কম শিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোক সেসব কিতাব থেকে উপকৃত হতে পারবে না। এমতাবস্থায় ইসলামের প্রারম্ভিক জ্ঞান ও গণজাগরণের লক্ষ্যে কিছু ছোট পুস্তিকা তৈরি করা প্রয়োজন, যাতে সমাজের কমশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত লোক বিশেষভাবে নারীগণ ইসলামের একান্ত প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়গুলো সম্পাদন করতে পারে।

এ প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করে শায়খুল ইসলাম প্রফেসর ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী কর্তৃক 'ফরিদে মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউট মহিলা শাখা নামে প্রশিক্ষণ কর্মশালা প্রতিষ্ঠা করেন। এতে মিনহাজুল এবং ইয়ামন লীগের সম্মানিত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ সারাক্ষণ খেদমতে লিপ্ত আছেন। সাধারণ মানুষদের পবিত্র ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান ও মৌলিক কার্যাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানদানের জন্য সহজ সরল, প্রাঞ্জল এবং সর্বসাধারণের বোধগম্য করে প্রচারের জন্য প্রফেসর ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরীর লিখিত পুস্তক 'ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা ও বিশ্বাস' প্রকাশিত হয়। রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মহিলা শাখায় ঈমান এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলাদাভাবে কিতাব প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা গৃহিত হয়েছে। কিতাবের সম্পাদনার কাজে নিয়োজিত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ প্রতিটি বিষয়ের ওপর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী লিখিত কিতাবসমূহ থেকে সম্বোধন, শব্দচয়ন করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় সাধারণ মানুষের বোধগম্য হওয়ার দিকে বিশেষভাবে নজর রেখে ১০০ প্রশ্নের ধারাবাহিক উত্তরসহকারে এ কিতাবখানা প্রকাশিত হয়। যা পড়ে পাঠকরা শুধু ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে তা নয়, বরং পাঠকের হৃদয়ের ভেতরে আসা নানাবিধ প্রশ্নের উত্তরও মিলবে।

এ কিতাবে ঈমানের বুনিয়াদী বিষয়ের ওপর বর্ণনার পাশাপাশি ঈমানে মুজমাল, মুফাস্সাল, আল্লাহপাকের গুণাবলী এবং রাসুল, কিতাব, আখিরাত, খত্মে নবুয়াত ও ফেরেশতাদের ওপর ঈমান এবং তকদিরের ওপর বিশ্বাসসহ ঈমানের প্রয়োজনীয় বিষয়াদী সংকলন করা হয়েছে এবং আমলে জিন্দেগীর ক্ষেত্রে আল্লাহ-রাসুল ও কুরআনের সাথে সম্পর্কের বর্ণনাও করা হয়েছে। আর বর্তমান যুগে ঈমান নিয়ে ফেতনা সৃষ্টির বিষয়েও কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে। আশা রাখি, সম্মানিত পাঠকমহল কিতাবটি পড়ে জ্ঞান এবং আমলের দিক দিয়ে অগ্রগতি সাধন করবেন।

ড. তাহের হামিদ তানুলী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকাশকের কথা

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা হাবীবিহিল করীম

জ্ঞানের কোন সীমা বা শেষ নেই বিধায় তা অর্জন করে কারো পক্ষে সমাপ্তি টানাও সাধ্যাতীত। তাই এর আহরণের ধারা সৃষ্টির অন্তিম সময় পর্যন্ত চলবে। এর মধ্যে যে কোন বিষয়ের মৌলিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে ধারণাকে প্রসারিত করার উদ্দেশ্য এবং বিশেষতঃ শিশু ও তরুণদেরকে ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন দিকে মৌল জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করার জন্য আমরা 'প্রশ্নোত্তরে ইসলামী বুনিয়াদী শিক্ষা'-এর কয়েকটি ধারাবাহিক সিরিজ প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছি। তার মধ্যে ঈমান বিষয়ে এটি প্রথম প্রকাশনা।

বইগুলো শিশুতোষ করে কিন্ডার গার্টেন পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের উপযোগী করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু প্রথম সংস্করণে তা পুরোপুরি সম্ভব না হলেও অদূর ভবিষ্যতে খোদা চাহেতো তা বাস্তবায়িত হবে। এ বিষয়ে পাঠক সমাজের মতামত কামনা করি।

বইটি দ্বারা পাঠক সমাজ উপকৃত হলেই আমাদের শ্রমের সার্থকতা। বইটির প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং আল্লাহর দরবারে সকলের উন্নতি কামনা করি।

আবু তৈয়ব চৌধুরী
প্রকাশক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন ০১ : ঈমান কাকে বলে?

উত্তর : আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং রাসুলের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট থেকে আগত নির্দেশাবলীকে মুখে স্বীকার করা এবং অন্তরে তার সত্যতা মানাকে ঈমান বলা হয়।

প্রশ্ন ০২ : ঈমান শব্দের অর্থ কী এবং ঈমান দ্বারা কী বোঝায়?

উত্তর : ঈমান আরবী শব্দ, যা 'ن-م-ا' (امـــن) শব্দ হতে নির্গত। আভিধানিক অর্থে ভয় থেকে নিরাপদ হওয়া, অন্তরে প্রশান্তি পাওয়া এবং কল্যাণ ও সততায় সিক্ত হওয়াকে امن বলা হয়। যদি امـــن শব্দটি فعـــل لازم হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন অর্থ দাঁড়ায় 'নিরাপত্তা পাওয়া' আর যদি فعـــل متعـــدي হিসেবে আসে এমতাবস্থায় امـــن শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'নিরাপত্তা দেওয়া'।[১]

কারো ওপর ঈমান আনা মানে তার সত্যতা স্বীকার করা এবং অন্তরে বিশ্বাস করা। সুতরাং ঈমান শব্দ দ্বারা নিরাপত্তা, আমানতদারী এবং সত্তার ওপর একনিষ্ঠ ভরসা রাখাকে বুঝায়।

প্রশ্ন ০৩ : ঈমানের হাকীকত কী?

উত্তর : ঈমান অন্তর এবং অদৃশ্যের ওপর পোক্ত বিশ্বাসকে বোঝায়। যাদের বিশ্বাস এবং হৃদয়-মন পার্থিব ভালোবাসা থেকে মুক্ত এবং আল্লাহ প্রেমে সিক্ত। নিম্নের হাদীস দ্বারা এর বিস্তারিত আলোকপাত করা গেল :

হযরত হারেছ বিন মালেক আনছারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে গেলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে হারেছ! (বল) তুমি সকাল কিভাবে কাটিয়েছ? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি ঈমানের হাকীকত মাধ্যমে সকাল কাটিয়েছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে হারেছ! তুমি কি বলছ? একটু ভালো করে চিন্তা করে দেখ। নিঃসন্দেহে প্রত্যেক বস্তুর একটি মৌলিকত্ব আছে, বল! তোমার ঈমানের মৌলিকত্ব কী? হযরতে হারেছ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি নিজেকে পার্থিব প্রেম বা দুনিয়ার মুহাব্বত থেকে পৃথক করে নিয়েছি, আমি রাত জেগে ইবাদতে লিপ্ত থাকি

[১] ১. ইবনে মনযুর, লিসানুল আরব, ১৩:২৩
২. যুবাইদী, তাজুল উরুস মিন জাওয়াহিলির কামুস, ১৮:২৩-২৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এবং দিনে রোজার কারণে পিপাসার্থ থাকি। এমতাবস্থায় মনে হয় যেন আমি আল্লাহপাকের আরশে আজীমকে স্বচক্ষে দেখি। আমার এমন মনে হয়, জান্নাতবাসীরা একে অপরের সান্নিধ্যে দেখাশুনায় ব্যস্ত। দোযখীদেরকে এমন অবস্থায় দেখছি যে, তারা একে অপরের শরীরের ওপর পড়ছে। হযরত হারেছ বিন মালেক আনছারী (রা.)-এর এহেন উক্তির পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে হারেছ! তুমি আরিফ হয়েছো। এমন মর্মার্থ আর অবস্থা সম্পর্কে তুমি আর কখনো কাউকে বলনা। থাম! এ শব্দটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার উচ্চারণ করেন।[১]

প্রশ্ন ০৪ : কুরআনে করীমে ঈমান শব্দটি কত বার উচ্চারিত হয়েছে?

উত্তর : কুরআনে করীমে ঈমান শব্দটি কমবেশী ৪৫ (পয়তাল্লিশ) বার উচ্চারিত হয়েছে।

প্রশ্ন ০৫ : ঈমানের বিষয়বস্তু কী?

উত্তর : ঈমানের বিষয়বস্তু হচ্ছে আকাইদ।

প্রশ্ন ০৬ : আকাইদ কাকে বলে?

উত্তর : আকীদা শব্দটি عقد থেকে নির্গত, যার অর্থ শিক্ষা দেওয়া।[২]

যা দ্বারা কোনো বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে এমনভাবে সত্যায়ন করা, যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকেনা। আকীদাকে ঈমানের মর্মার্থও বলা যায়। অর্থাৎ ঈমানের ওইসব মূল বিষয়াদির সন্দেহাতীত সত্যতা স্বীকার করা, যা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা রাসুলের মাধ্যমে আমাদেরকে দান করেছেন।

প্রশ্ন ০৭ : ঈমান ও আকীদার মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : আকীদা দ্বারা কোনো বিষয়কে হক এবং সত্য জেনে অন্তরে তা মানা ও শিরোধার্য করা। ঈমান হচ্ছে ইসলামের প্রথম শিক্ষা ও প্রধান স্তম্ভ যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অন্তরে মানা এবং সত্য ও সঠিক জেনে তাঁর ওপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করার দাবি করে। ইসলামের যাবতীয় শিক্ষা সত্য ও সঠিক জেনে তার ওপর বিশ্বাস স্থাপনের নাম ঈমান, আর এমন ঈমানের ওপর ব্যক্ত দৃঢ়তা তার আকীদা, কেননা ঈমান যখন পথের দিশা দেয় এবং জীবনে পূর্ণতা পায়, তখন ঈমান আকীদা হিসেবে পরিগণিত হয়।

[১] ইবনে আবী শায়বা, আল-মুসান্নাফ, ৬:১৭০, ক্রমিক : ৩০৩২৫
[২] ড. ইবরাহীম আনিস, আল-মুজামুল ওয়াসিত, ২:৬১৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন ০৮ : আকাইদের সাথে সম্পর্কিত জ্ঞানকে কী বলা হয়?

উত্তর : সেসব জ্ঞান যাতে আকাইদ সম্পর্কে আলোচনা হয়, তাকে ইলমুল আকাইদ বা ইলমুল কালাম বলা হয়।

প্রশ্ন ০৯ : শুধু কি জ্ঞান থাকলে ঈমানের অধিকারী হওয়া যায়?

উত্তর : না। জ্ঞানী মানে ঈমানদার নয়, যদি ঈমান জ্ঞানের দ্বারাই অর্জিত হতো তাহলে কোনো অজ্ঞ মুমিন বা ঈমানদার হতো না এবং কোনো জ্ঞানী কখনো কাফির বা বে-ঈমান হতোনা। যেমন আবু জাহল, শাইবা, উতবা। আবু জাহল এবং তার সঙ্গীরা বলতো :

مِنَّا نَبِيٌّ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ مِنَ السَّمَاءِ، فَمَتَى نُدْرِكُ هَذِهِ؟ وَاللهِ لَا نُؤْمِنُ بِهِ أَبَدًا وَلَا نُصَدِّقُهُ.

অর্থ : (আমরা মানি) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্যে একজন নবী, তাঁর নিকট আসমান থেকে অহী অবতীর্ণ হয় যা আমরা অস্বীকার করিনা। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমরা তাঁর ওপর কখনো ঈমান আনবো না এবং তাঁর সত্যতাও স্বীকার করবো না।[১]

সুতরাং স্পষ্ট যে, জ্ঞান ও ঈমান দু'টি ভিন্ন বিষয়। তবে কখনো জ্ঞান সত্ত্বেও ঈমান হয় না আবার কখনো কখনো জ্ঞান ছাড়াই ঈমান ও ঈমানওয়ালা হয়। যেমন কালামে পাকে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ইরশাদ করেন,

ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴿٣﴾

অর্থ : যারা অদৃশ্যের ওপর ঈমান আনে।[২]

সুতরাং প্রমাণিত সত্য যে, ঈমান হলো না-দেখেই অদৃশ্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের নাম। আর জ্ঞান বা ইলম দেখে-শুনে-জেনে-বুঝে মানা বা স্বীকার করাকে বোঝায়।

প্রশ্ন ১০ : ঈমানের গুণাবলী কী কী?

উত্তর : ইমামে দ্বীন, মুহাদ্দিসীনে ইযাম এবং হযরাত ওলামায়ে মিল্লাত ঈমান এবং ঈমান সংক্রান্ত বিষয়াদি কুরআন এবং হাদীস থেকে সংগ্রহ করে তা সহজে শিখতে এবং বুঝতে অত্যন্ত সুন্দর, সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় তা বর্ণনা

[১] ইবনে কাসীর, তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২:১৩১
[২] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বা উপস্থাপন করেছেন। ওলামায়ে কেরামগণ ঈমানের গুণাবলীকে দুই ভিন্ন ধারায় উপস্থাপন করেছেন : ১. ঈমানে মুফাস্‌সাল ও ২. ঈমানে মুজমাল ঈমানে মুজমালে ঈমানকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে কিন্তু সমূহ মৌলিকতাকে সন্নিবেশিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। কেননা মুজমালের শাব্দিক অর্থ মূল, মৌলিকতা ও মোদ্দাকথা। ঈমানে মুজমাল কোনো ধরনের অবহিতকরণ ছাড়া আল্লাহর জাতের ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস করাকে সন্নিবেশিত করে। কিন্তু ঈমানে মুফাস্‌সালে কুরআন এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ঈমানের বিস্তারিত রূপকে উপস্থাপন করে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ১১ : ঈমানে মুজমাল কী?

উত্তর : ঈমানে মুজমাল হচ্ছে :

اٰمَنْتُ بِاللهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَ صِفَاتِهٖ وَ قَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ.

অর্থ : আমি আল্লাহ পাকের সমস্ত নাম এবং গুণের ওপর ঈমান আনলাম, আল্লাহপাকের জাত ও নির্দেশাবলী (পালন করণার্থে) মানলাম এবং তা মুখে স্বীকার করে অন্তরে তার সত্যতার স্বীকৃতি প্রদান করলাম।

প্রশ্ন ১২ : ঈমানে মুফাস্‌সাল কাকে বলে?

উত্তর : ঈমানে মুফাস্‌সাল হচ্ছে :

اٰمَنْتُ بِاللهِ وَ مَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

অর্থ : আমি আল্লাহর ওপর ঈমান আনলাম, তাঁর ফেরেশতাগণের ওপর, তাঁর কিতাবাদির ওপর, তাঁর প্রেরিত রাসুলগণের ওপর, আখিরাতের ওপর তাকদীরের ভালো-মন্দের ফয়সালা আল্লাহর নিকট থেকে হওয়ার ওপর এবং মৃত্যুর পর পুনঃউত্থানের ওপর।

প্রশ্ন ১৩ : মানবকূলকে কোন কোন বিষয়ে ঈমান আনার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?

উত্তর : ঈমানের মৌলিক ভিত্তি (যার ওপর পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস করার জন্য কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ রয়েছে) নিম্নলিখিত আয়াতে করিমা দ্বারা সুস্পষ্ট আলোকপাত করা হয় :

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহপাকের ওপর এবং তার প্রেরিত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর এবং সেসব কিতাব যা তিনি তাঁর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর অবতীর্ণ করেছেন আর ওইসব কিতাব যা তিনি তার পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তার ওপর পূর্ণাঙ্গরূপে ঈমান আন। আর যারা আল্লাহ, তাঁর ফেরেস্তাগণ, তাঁর অবতীর্ণ কিতাবসমূহ, প্রেরিত রাসুল এবং কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার বা অমান্য করবে, তারা পথভ্রষ্টতার একেবারে অতলতলে নিমজ্জিত।[১]

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ ﴿٢٨٥﴾

অর্থ : রাসুলের ওপর ঈমান এনেছেন (অর্থাৎ সঠিক ও সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন); যা কিছু তার ওপর তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং একইভাবে মুমিনরাও প্রত্যেকে আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেস্তাগণের ওপর, তাঁর প্রেরিত কিতাবসমূহ এবং রাসুলগণের ওপর পরিপূর্ণভাবে ঈমান এনেছে।[২]

তা ছাড়া মুত্তাফিক আলাইহি হাদীস[৩] যা হাদীসে জিবরাইল নামেও প্রসিদ্ধ। উক্ত হাদীসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নলিখিত বিষয়াদির ওপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে নেহায়ত জরুরি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন :

[১] আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:১৩৬
[২] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২৮৫
[৩] মুত্তাফিকুন আলাইহি হাদীস বলা হয় যা বুখারী ও মুসলিম শরীফ থেকে একইভাবে বর্ণিত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১. আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন,
২. ফেরেশতাগণের ওপর বিশ্বাস স্থাপন,
৩. তার অবতীর্ণ কিতাবসমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপন,
৪. তার প্রেরিত রাসুলগণের ওপর বিশ্বাস স্থাপন,
৫. কিয়ামতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন এবং
৬. তাকদীরের ভালো-মন্দের ওপর পরিপূর্ণ ঈমান আনা।[১]

প্রশ্ন ১৪ : ঈমান বিল্লাহ বা আল্লাহ ওপর বিশ্বাস কাকে বলে?

উত্তর : আল্লাহপাক এক ও একক হওয়া, তিনি সৃষ্টিকারী ও মালিক হওয়া, লালন ও পালনকর্তা এবং মানবতার অভাব-অভিযোগ, আশা-নিরাশা, মনোবাসনার পূর্ণতার একমাত্র মালিক ও একক অধিকারী হওয়ার মৌখিক স্বীকৃতি এবং অন্তরের অন্তস্থল থেকে তার সত্যতা স্বীকার করা হলে, এই বিশ্বাস এবং স্বীকারোক্তির সমষ্টিকে ঈমান বিল্লাহ আল্লাহর ওপর বিশ্বাস বলে।

প্রশ্ন ১৫ : আল্লাহর গুণাবলী কী?

উত্তর : আল্লাহপাক অসংখ্য গুণের অধিকারী, যার গণনা ও বর্ণনা অসম্ভব। আল্লাহপাকের পবিত্র সত্তার যেমন সীমা ও শেষ নেই, তেমনিভাবে তার গুণাবলীরও কোন সীমা ও শেষ নেই। তার গুণাবলী ও পরিপূর্ণতা যেমনি অসীম, পাশাপাশি তার গুণাবলীও এত অসীম যা বর্ণনায় উপস্থাপন অসম্ভব। আল্লাহপাকের পবিত্র সত্তা একেবারে অসীম ও অধরা। তবে আল্লাহপাকের গুণাবলীর ব্যাপারে কুরআনে করীমে সংক্ষিপ্ত রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে :

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًا ﴿١١٠﴾

১. অর্থ : তিনি আগে ও পিছের সববিষয়ে সব ব্যাপারে জ্ঞাত। স্বীয় জ্ঞান দিয়ে কেউ তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না।[২]

لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾

২. অর্থ : তাঁর কোন তুলনা নেই, তিনি সব শুনেন এবং সবকিছু দেখেন।[৩]

[১] বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল ঈমান, বাবু সওয়ালি জিবরাঈল, ১:২৭, ক্রমিক : ৫০
[২] আল-কুরআন, সূরা তাহা, ২০:১১০
[৩] আল-কুরআন, সূরা আশ-শূরা, ৫২:১১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَٰرَ ۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾

৩. অর্থ : দৃষ্টিশক্তি তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না। আর তিনি সব দৃষ্টিশক্তিকে আয়ত্তাধীনে রেখেছেন এবং তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী ও ওয়াকেফহাল।[১]

৪. তাঁর কোনো শুরু ও শেষ নেই, তিনিই প্রথম এবং তিনিই শেষ। তিনিই প্রকাশ্য ও তিনিই অপ্রকাশ্য।

৫. পৃথিবীর সবকিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আবার সবকিছু ধ্বংস করে কিয়ামতের দিন সব মৃতদেহ জিন্দা করবেন।

৬. তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সারা দুনিয়া তাঁরই মুখাপেক্ষী।

৭. তিনি শারীরিক আকৃতি থেকে পবিত্র। পানাহার এবং নিদ্রা ও তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনা।

৮. পৃথিবীর সবকিছু তাঁর শক্তির আওতায়, তিনি যা ইচ্ছা, তা করার ক্ষমতা রাখেন।

৯. তিনিই জীবন দেন এবং মারেন, তিনিই রোগাক্রান্ত করেন আবার আরোগ্যও করেন।

১০. সম্মান এবং অসম্মানের চাবিকাঠি তাঁর হতে। মানুষের কল্যাণ ও ক্ষতি এবং রিযকের ব্যবস্থা তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন।

১১. তাঁর সমস্ত কর্মই বিজ্ঞান।

১২. তিনিই সবকিছুর মালিক এবং নিরাপত্তা দানকারী এবং রাজাধিরাজ।

১৩. উপাসনা ও ইবাদতের অধিকারী একমাত্র সেই সত্তা।

প্রশ্ন ১৬ : আল্লাহর গুণাবলী কি সৃষ্টি জগতে পাওয়া যায়?

উত্তর : হ্যাঁ, আল্লাহপাকের কিছু গুণাবলী যাকে সাধারণ গুণাবলী বলে, তা সৃষ্টিতে পাওয়া যায়। যখন উক্ত গুণাবলী আল্লাহর দিকে নির্দেশ করা হয়, তখন তা তার মৌলিক অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং সৃষ্টি ও একত্ববাদকে নির্দেশ করে। যখন উক্ত গুণাবলী সৃষ্টি জগতের দিকে নির্দেশ করে, তখন তা রূপক অর্থ বা মাজাযী এবং প্রদত্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে সমস্ত গুণ সৃষ্টিজগতে পাওয়া যায়, তা আল্লাহর জা'তি গুণাবলীর সাথে মূলতঃ সামঞ্জস্যতা নেই।

[১] আল-কুরআন, সূরা আল-আন'আম, ৬:১০৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বরং আল্লাহর নিকট থেকে দানকৃত প্রদত্ত হয়। সৃষ্টিজগতে প্রকাশিত গুণাবলী এ জন্য প্রদত্ত যে, তা দ্বারা আল্লাহরপাকের সুউচ্চ ও চূড়ান্ত পর্যায়ের গুণাবলী সম্পর্কে যত দূর সম্ভব জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করে, বলতে গেলে আল্লাহপাকের প্রদত্ত এসব গুণ আল্লাহকে যথাযথভাবে চেনার ক্ষেত্রে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং সৃষ্টিজগতে বিদ্যমান আল্লাপাকের সে সমস্ত গুণ নিম্নের বিবরণে যথানুযায়ী উপস্থাপিত হলো :

সিফাতে হাকীকী তথা মৌলিক গুণাবলী	সিফাতে মাজাযী তথা রূপক গুণাবলী
(১) إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿٢﴾	(১) فَجَعَلْنَٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٢﴾
অর্থ : নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু দেখেন এবং সবকিছু শুনেন।[৮]	অর্থ : অতঃপর আমি তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।[১]
(২) إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾	(২) لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم
অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহপাক নিহায়ত দয়াবান ও করুণাশীল।[৯]	

[১] আল-কুরআন, সূরা আদ-দাহার, ৭৬:২
[২] আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবা, ৯:১২৮
[৩] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৪৩
[৪] আল-কুরআন, সূরা আল-মুনাফিকুন, ৬৩:৮
[৫] আল-কুরআন, সূরা আন-নামাল, ২৭:৩৩
[৬] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২৬৯
[৭] আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:৪৯
[৮] আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা, ১৭:১
[৯] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৪৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

অর্থ : নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে এক আজিমুশ্‌শান রাসুল এসেছেন, যার কাছে তোমাদের দূরাবস্থা ও কষ্ট সহ্য হয়না, যিনি তোমরা সঠিকপথে পরিচালিত হওয়া এবং তোমাদের কল্যাণের জন্য সদা সচেষ্ট ও তৎপর। তিনি মুমিনদের জন্য নেহায়ত দয়াবান এবং সদা করুণাকামী।[২]

(৩) وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿١٤٣﴾

অর্থ : রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয়ে থাকবেন।[৩]

(৩) إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহপাক প্রত্যেক কিছু প্রতক্ষ্যকারী।[১]

(৪) وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾

(৪) মুসা (আ.) আল্লাহপাকের সাথে কথোপকথন করেন।

[১] আল-কুরআন, সূরা আল-হজ, ১৭:২২
[২] আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:১৬৪
[৩] আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:১৩৯
[৪] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৬৫
[৫] আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:২৬
[৬] আল-কুরআন, সূরা আল-আরাফ, ৭:৫৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থ : আল্লাহ মুসার সাথে কথা বলেছেন।[২]

(৫) وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ ... ﴿٨﴾

অর্থ : যাবতীয় সম্মান আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং মুমিনদের জন্য।[৪]

(৬) হযরত সোলাইমান (আ.) তাঁর দরবারের সাথীরা এভাবে উত্তর দেন,

نَحْنُ أُولُوا۟ قُوَّةٍ وَأُولُوا۟ بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴿٣٣﴾

অর্থ : আমরা খুব শক্তিধর এবং বীর যোদ্ধা হই।[৫]

(৭) يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿٢٦٩﴾

অর্থ : যাকে হিকমাত বা জ্ঞান-

(৫) أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾

অর্থ : কি তোমরা তাদের (কাফেরদের) নিকট থেকে সম্মান তালাস করছো, বস্তুতপক্ষে সমস্ত সম্মান তো আল্লাহর জন্য।[৩]

(৬) أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٦٥﴾

অর্থ : সমস্ত শক্তির মালিক আল্লাহ।[৪]

(৭) بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۖ ﴿٢٦﴾

অর্থ : সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে নিহিত।[৫]

বিজ্ঞান দেওয়া হয়েছে, নিশ্চিত সে সর্বোত্তম দানে ভূষিত।[৬]

(৮) أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ ﴿٥٤﴾

অর্থ : সাবধান! সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টি ও সৃষ্টিজগতের শাসনভার তাঁরই।[৬]

(৮) হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারে কুরআনে করীমে আয়াত :

أَنِّىٓ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ ﴿٤٩﴾

অর্থ : আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখির মতো একটা পুতুল বানিয়েছি।[৭]

প্রশ্ন ১৭ : কোন গুণাবলী শুধু আল্লাহপাকের জন্য বিশেষিত?

উত্তর : যেসব গুণাবলী যা শুধু আল্লাহর জন্য বিশেষিত, তাঁর কিছু কিছু নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. ইবাদতের যোগ্য উপযুক্ত ও হকদার একমাত্র আল্লাহ। এজন্য ইবাদতের ক্ষেত্রে কারো অংশিদারিত্ব স্বীকার করা যায়না।

২. আলিমুল গায়ব একমাত্র আল্লাহ। এ প্রত্যয় অন্য কারো বেলায় না-রাখা চায়।

৩. সেসব বিষয় যা শুধু আল্লাহর জন্য বিশেষিত ও একান্তভাবে সম্পৃক্ত, যেমন- সৃষ্টিকারী হওয়া, সবশক্তির অধিকারী হওয়া, স্বীয় অস্তিত্ব ও আধিপত্যের ওপর কারো মুখাপেক্ষী না হওয়া। এ বিষয়াদি শুধু আল্লাহর জন্যই বিশেষিত।

৪. কারো দু'আ গ্রহণ করা একমাত্র আল্লাহর পাকের জন্যই প্রযোজ্য। এজন্য একমাত্র আল্লাহকেই দু'আ কবুলকারী মানা হবে।

৫. যেসব কার্যাদি; যা শুধু আল্লাহর সত্তার জন্যই বিশেষিত, যেমন শূন্য থেকে সৃষ্টির অস্তিত্বদানকারী, জীবনদানকারী ও মৃত্যুর মালিক এবং সমস্ত ইবাদতের অধিকারী হওয়া, এক পলকে কুল-কায়েনাতকে ধ্বংসযজ্ঞে পরিণতকারী, দোযখ-বেহেস্তের অস্তিত্ব দানকারী, ফেরেশতাগণের সৃষ্টিকারী, নবীগণের নবুয়াত দানকারী, অহী (প্রত্যাদেশ) অবতীর্ণকারী, রাতকে দিনে পরিণত করা এবং দিনকে রাত এবং মহাসমুদ্রে নৌযান ও জাহাজসমূহ নিরাপদে তীরবর্তী করা, আকাশে মেঘ ও প্রকৃতির কোণে প্রবাহিত বাতাস ইত্যাদি এ

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সমস্ত কাজ ও গুণের একমাত্র মালিক হিসেবে আল্লাহকেই স্বীকার করতে হবে। তিনি যখন যা চান তা মুহূর্তেই সংঘটিত হয়ে যায়। আল্লাহর এ ধরনের কার্যক্রমে তিনি সার্বভৌম এবং এতে অন্য কারো কোনো ইখতিয়ার নেই, কারো ধরা-ছোঁয়া ইঙ্গিত-ইশারা নেই।

৬. আল্লাহ পাকের কিছু বিশেষ গুণবাচক নাম আছে যাতে কারো অংশিদারিত্ব নেই। একমাত্র আল্লাহকেই ওই সমস্ত নামে ডাকা যাবে, যা কুরআন এবং হাদীস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। সেসব নামে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা শরীয়তে পুরোপুরি নিষেধ। তা শুধু আল্লাহর জন্যেই খাস।

প্রশ্ন ১৮ : সত্তাগত এবং প্রদত্ত গুণাবলীর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : সত্তাগত গুণাবলী দ্বারা সেসব গুণাকে বোঝায়, যাতে অন্যের কোনো হাত নেই, যা কারো দানপত্রমূলে নয়, যাতে দ্বিতীয় কোনো মাধ্যম কিংবা কারণের প্রয়োজন নেই। সে সমস্ত মৌলিক গুণা একমাত্র আল্লাহর জন্যই বিশেষিত। তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে প্রদত্ত গুণাবলীতে অন্যের দখল কিংবা অস্তিত্ব বিরাজমান। ওই গুণাবলী আল্লাহর সৃষ্টিজগতে পাওয়া যায়। নবীগণের গুণাবলী রূপক। কেননা তা আল্লাহপাকের বিশাল খোদায়ীর অজস্র ভাণ্ডার থেকে প্রদত্ত হয়। সুতরাং সত্তাগত গুণাবলী ও প্রদত্ত গুণাবলীর মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য হলো যে, সত্তাগত গুণাবলী একমাত্র আল্লাহর জন্য বিশেষিত আর প্রদত্ত গুণাবলী মাখলুকের জন্য বিশেষিত। সত্তাগত গুণাবলী আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য প্রমাণিত করা কুফর। এমনিভাবে প্রদত্ত গুণাবলী সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা কুফর।

প্রশ্ন ১৯ : ঈমান বির-রাসুল বা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশ্বাস দ্বারা কী বোঝায়?

উত্তর : নবীগণের ওপর বিশ্বাস স্থাপন বলতে বুঝায় যে, হযরত আদম (আ.) থেকে শেষ নবী সরওয়ারে কায়েনাত মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যত নবী এবং রাসুল আল্লাহপাক নবুয়াত এবং রিসালাতের মধ্যমে মানবতার হিদায়তের জন্য প্রেরণ করেছেন, তাঁদের সত্যতা স্বীকার করাকে। কেননা প্রত্যেক নবী এবং রাসুলকে আল্লাহপাক আপন স্থানে সত্যের বাহক হিসেবে ন্যায় নিষ্ঠা ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নবুয়াত ও রিসালত দিয়ে প্রেরণ করেছেন। প্রত্যেক নবী ও রাসুলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও মিশন ছিল

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যে, আল্লাহর বিধানকে পরিপূর্ণতা দান করা এবং মানবতাকে হিদায়তের পথে চালিত করা। এ মিশনের অধীনেই নবী এবং রাসুলগণ নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন করেন।

প্রশ্ন ২০ : নবী এবং রাসুল কাকে বলে?

উত্তর : আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা নিজের সৃষ্টির জন্য হিদায়াত এবং সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য বান্দাদের মধ্যে যে সমস্ত মনোনীত মহান ব্যক্তিত্বকে সত্যের বাণী নিজ বান্দাদের কাছে পৌঁছানোর পবিত্র দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাঁদেরকে নবী এবং রাসুল বলা হয়।

তবে সাধারণভাবে নবী সেসব প্রাণপুরুষকে বলা হয়, যাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত মানবতাকে হিদায়াতের জন্য অহী সমৃদ্ধ করে পাঠিয়েছেন। আর নবী বলা হয় ওই সব মহান ব্যক্তিত্বকে, যাদেরকে আল্লাহপাক নতুন শরিয়ত সমৃদ্ধ করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।

প্রশ্ন ২১ : পূর্ববর্তী নবীগণের রিসালত এবং রিসালাতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : পূর্ববর্তী নবীগণের রিসালত ছিল বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য, কোন এলাকা বিশেষের এবং এলাকার অবস্থা ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে, পক্ষান্তরে রিসালাতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আগত-অনাগত সকলের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন :

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴿١٥٨﴾

অর্থ : হে রাসুল, আপনি বলে দিন, হে মানব সকল! আমি সকলের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।[১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

আমার পূর্বে যত নবী পাঠানো হয়েছে, প্রত্যেককে নিজ নিজ জাতির জন্য পাঠানো হয়েছে, কিন্তু আমাকে সকলের জন্য নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছে।[২]

এ কথার আরও বিস্তারিত আলোকপাত নিম্নের হাদীস দ্বারা একেবারে স্পষ্ট। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি আদম (আ.) সৃষ্টির অনেক পূর্বে খাতামুন নাবীয়্যীন তথা শেষ নবীর গুণে গুণান্বিত ছিলাম।

[১] আল-কুরআন, সূরা আল-আরাফ, ৭:১৫৮

[২] বুখারী, আস-সহীহ, ১:১২৮, ক্রমিক : ৩২৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আরবায বিন সারিয়াহ বর্ণনা করেছেন; রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنِّي عِنْدَ اللهِ فِيْ أُمِّ الْكِتَابِ لَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِيْ طِيْنَتِهِ.

আমি একান্ত আল্লাহপাকের নিকট সংরক্ষিত মূল কিতাবে তখন থেকে শেষ নবী হিসেবে ভূষিত ছিলাম, যখন আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করার জন্য মাটির খামিরও তৈরি করা হয়নি।[১]

সুতরাং স্পষ্ট যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সকলের পূর্বে নবুওয়াতের মর্যাদাই কেবল দেয়া হইনি বরং তিনি তখন হতে শেষ নবী, যখন আদম (আ.)-কে সৃষ্টির জন্য মাটিও প্রস্তুত হয়নি।

প্রশ্ন ২২ : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পর অন্য কাউকে নবী মানার হুকুম কি?

উত্তর : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব সমস্ত আম্বিয়া আলাইহি ওয়া সালামের পরেই হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পর নবুয়াত এবং রিসালতের সমাপ্তি ঘটে। নবুয়াতের ধারাবাহিকতা ও অহীর দরজা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল ইনসানের মানবতাবোধ পরিপূর্ণতা পেয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়াতের ঝর্ণাধারা থেকে সুধা পান করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের পর কোন নবীর আবির্ভাব হবে না। যার প্রমাণ কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে।

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

অর্থ মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কারো পিতা নন, বরং আল্লাহপাকের প্রেরিত রাসুল ও আখেরী নবী। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।[২]

সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে ধরে অদ্যাবধি সমস্ত মোহাদ্দেছিন, মুজতাহেদীন এবং মিল্লাতে দ্বীনের ইমাম এবং হযরত মুফাচ্ছেরীনে কেরাম

[১] ১. আহমাদ ইবনে হাম্বল, ৪:১২৮
২. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ৩:৬৫৬, ক্রমিক : ১২৮
[২] আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৪০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

খাতামুন নাবীয়্যীন বা শেষ নবী দ্বারা আখেরী নবীকে নির্দেশিত করেছেন এবং এ ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বর্ণনা করেছেন,

أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي.

অর্থ : আমিই শেষ নবী, আমার পর কোন নবীর আগমন হবে না।[১]

সেহেতু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর কোনো ব্যক্তি অন্য কাউকে নবী মানলে কিংবা অন্য নবীর আগমনের বিশ্বাস পোষণ করলে সে ব্যক্তি কাফের।

প্রশ্ন ২৩ : খাতামুন নাবীয়্যীন বা আখেরী নবী দ্বারা কী বোঝায়?

উত্তর : খাতামুন নাবীয়্যীন দ্বারা বোঝায় যে, রাসুলে পাকের ওপর রিসালত ও নবুয়াতের সিলসিলা বন্ধ হওয়াকে নির্দেশ করে। আল্লাহ পাক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পর নবুয়তের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন এবং পরবর্তীকালে আর কোন নবীর আবির্ভাব হবেনা, যা অকাট্য ও বাস্তব সত্য। এ ব্যাপারে হযরত সওবান (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ.

অর্থ : আমিই শেষ নবী, আমার পর কোন নবীর আগমন হবে না।[২]

সুতরাং নবুয়াতের ধারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। এ জন্য কেউ নবী করীম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কিংবা নবী করীম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের পর কাউকে নবী মানলে বা আগমন সিদ্ধ মনে করলে বা নবী দাবি করলে সে কাফের।

প্রশ্ন ২৪ : পরকালের ওপর বিশ্বাস দ্বারা কী বোঝায়?

উত্তর : পরকালের ওপর বিশ্বাস দ্বারা বোঝায় যে, প্রত্যেক বনি আদমকে মৃত্যুর পর জিন্দা করে আল্লাহপাকের বিচারের কাঠগড়ায় উপস্থিত হয়ে দুনিয়াতে নিজের কৃতকর্মের হিসেব প্রদান এবং হিসেবের আলোকে জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালা হওয়ার ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকা এবং উক্ত পরকালীন জীবনকে অন্তরে স্বীকার করা। এটাকে পরকালের ওপর বিশ্বাস বলে।

[১] তিরমিযী, আস-সুনান, ৩৩:৪০
[২] তিরমিযী, আস-সুনান, ৩৩:৪০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন ২৫ : আলমে বরজখ বা কবর জগত কাকে বলে?

উত্তর : দুইটি বস্তুর মাঝে আড়াল হওয়ার নাম বরজখ বা কবর । শরিয়তের পরিভাষায় আলমে বরজখ বা কবর জগৎ দ্বারা মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতপূর্ব মাঝামাঝি সময়কে বুঝায়। মৃত্যুর পর মানুষ ও জিন প্রত্যেকে ধারাবাহিকভাবে বরজখে অবস্থান করবে। যেমন আল্লাহপাক ইরশাদ করেন,

وَأُعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ

قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ

إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾

অর্থ : যখন তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু আসে, তারা বলবে, হে আমার প্রভু! আমাকে দুনিয়াতে পুনরায় পাঠাও, যেন দুনিয়াতে কিছু ভালো কাজ করতে পারি, যা ছেড়ে আসলাম। কিন্তু কোন অবস্থাতেই পাঠানো হবে না, সে যতই আবেদন নিবেদন কান্নাকাটি করুক তা শুধু বলার, আফসোসের। এর আগে একটি পর্দা আছে যাতে কিয়ামত পর্যন্ত নিরন্তর অবস্থান করতে হবে।[১]

আলমে বরজখ বা কবর জগতের সাথে দুনিয়ার কিছু কিছু সম্পর্ক আছে আবার আখিরাতের সাথেও। দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক এভাবে, মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তার প্রিয়জন এবং নিকটাত্মীয় মৃতব্যক্তির রূহের মাগফিরাত কামনায় বিভিন্ন ধরনের দান ছদ্‌কা ও জিকির আজকার করে। এমতাবস্থায় উক্ত কৃতকর্মের ফলে মৃত ব্যক্তির রূহে কল্যাণ ও ছওয়াব পৌঁছে। ফলে মৃত ব্যক্তি প্রশান্তি পায়। আর আখিরাতের সাথে সম্পর্ক এভাবে যে, বরজখ থেকে সমস্ত শাস্তি এবং প্রশান্তি শুরু হয়, তা পরকালে প্রাপ্তিযোগ্য শাস্তি ও প্রশান্তির অংশ। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন,

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴿٤٦﴾

অর্থ : সেসব লোককে আলমে বরজখে বা কবর জগতে সকাল-সন্ধ্যা দোযখের আগুনের সামনে উপস্থাপন করা হবে।[২]

প্রশ্ন ২৬ : কিয়ামত কাকে বলে?

[১] আল-কুরআন, সূরা আল-মুমিনূন, ২৩:৯৮–১০০
[২] আল-কুরআন, সূরা আল-গাফির, ৪০:৪৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উত্তর : যেদিন সমস্ত মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা হবে এবং তাদের ভালো-মন্দ যাবতীয় কাজের হিসাব গ্রহণ করা হবে সেদিনকে কিয়ামতের দিন বলে।

প্রশ্ন ২৭ : কিয়ামতের নিদর্শন বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : কিয়ামতের নিদর্শন বলতে বোঝায় যা কিয়ামতের পূর্বে প্রকাশিত হবে। যেমন– মাহদীর আগমন, হযরত ঈসা (আ.)-এর আসমান থেকে অবতরণ, ইয়াজুজ-মা'জুজের আত্মপ্রকাশ, আল্লাহর অভিশাপে ধ্বংস হওয়া, সূর্য পশ্চিমে উদয় হওয়া, আগুন পরিলক্ষিত হওয়া ইত্যাদি কিয়ামতের নিদর্শন। এভাবে যখন কিয়ামতের সব নিদর্শন দুনিয়াতে প্রকাশিত হবে, তখন আল্লাহর আদেশে হযরত ইসরাফিল (আ.) সিঙ্গায় ফুঁক দেবেন এবং সারা দুনিয়া লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। পরন্তু আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক দ্বিতীয় ফুঁক দিলেই কবরে শায়িত সমস্ত মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ২৮ : জান্নাত কাকে বলে?

উত্তর : জান্নাত বা বেহেশত এমন একটি প্রশান্তিময় স্থানের নাম, যা আল্লাহপাক মুমিনদেরকে হায়াতে জিন্দেগীতে নিজের কৃতকর্মের বিনিময়ে দান করবেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহপাক বলেন আমি মুমিনদের জন্য এমন একটি বস্তু তৈরী করে সুসজ্জিত করে রেখেছি, যাকে কেউ কোনো দিন চোখে দেখেনি এবং সৌন্দর্যের ইতিবৃত্ত কানেও শোনেনি এবং কোনো মানুষের হৃদয়ে তার সম্পর্কে খেয়ালও নেই। যার দেয়ালের ইট স্বর্ণ এবং চাঁদির তৈরী, যা মিশক আম্বরের সুগন্ধিতে ভরা। তার একটি ইট স্বর্ণের পাশাপাশি আরেকটি চাঁদির। খাঁটি জাফরানের কঙ্করে তৈরি ও মণিমুক্তাখচিত।[১]

যেমন আল্লাহপাকের কথায় :

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾

অর্থ : যেমন তা মণিমুক্তাখচিত।[২]

অন্যত্র তিনি বলেন,

وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾

অর্থ : এবং চাঁদি প্রসারিত একেবারে বিলিয়মান।[৩]

[১] বুখারী, আস-সহীহ, কিতাবুল বাদউল খালক, ৩:১১৮৫, ক্রমিক : ৩০৭২
[২] আল-কুরআন, সূরা আর-রাহমান, ৫৫:৫৮
[৩] আল-কুরআন, সূরা আল-গাশিয়া, ৮৮:১৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জান্নাতের মধ্যে ১০০টি দরজা আছে। প্রতিটি দরজার আয়তন আসমান এবং জমিনের মাঝখানের চওড়া সমতুল্য। জানালার চওড়া এত বেশি প্রশস্ত যে, একটি জানালা থেকে আরেকটি জানালা পর্যন্ত পৌঁছতে একটি তেজস্বী ঘোড়ার সত্তর বছরের সময় লাগে। বেহেশতের নাজ নেয়ামত এ ধরনের যে, যা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। প্রকার প্রকারান্তরের ফল-ফলাদি, উন্নতমানের মিষ্টিজাত দ্রব্যাদি, মধু শরাব ও খাঁটি দুধসহ উন্নতমানের খাবারসমূহ জান্নাতবাসীদের সামনে উপস্থাপিত হবে। আল্লাহপাক বলেন,

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾

অর্থ : তাতে ফল-ফলাদি, খেজুর এবং আনার থাকবে।[১]

জান্নাতবাসীরা উন্নতমানের পোষাক পরিধান করবে, যা দুনিয়াতে কখনো কারো ভাগ্যে জোটেনি, কুরআনের ভাষায় :

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾

অর্থ : সুন্দর সবুজ বিছানায় ঠেক লাগানো থাকবে- যা সুন্দর, দেখতে দারুণ উন্নতমানের চাঁদি দ্বারা নকশা খচিত।[২]

জান্নাত এবং জান্নাতবাসীরা কখনো ধ্বংস হবে না। জান্নাতে জান্নাতবাসীর কোন ধরনের কষ্টের ও চিন্তার কিছু থাকবেনা বরং সেখানে সর্বদা শান্তি ও আরামে কাল যাপন করবে।

হযরত আবু সাঈদ (রা.) ও হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলবে যে, হে জান্নাতবাসীরা! তোমরা সবসময় সাবলীল শক্তিমান ও সুস্থ থাকবে, কোন অবস্থাতেই তোমরা অসুস্থ হবেনা। তোমরা সবসময় জীবিত থাকবে, কখনো মৃত্যুবরণ করবেনা। তোমরা সর্বদা যুবক হয়ে থাকবে, বৃদ্ধ হবেনা। তোমরা সারাক্ষণ শান্তি ও আরামে থাকবে, শ্রম ও কষ্ট কখনো তোমাদের স্পর্শ করবে না।[৩]

জান্নাতের মধ্যে সবচাইতে বড় নি'য়ামত হচ্ছে আল্লাহপাকের সান্নিধ্য, যা শুধু জান্নাতীদের ভাগ্যে জুটবে। যার মোকাবেলায় সমস্ত নি'য়ামত মূল্যহীন হয়ে

[১] আল-কুরআন, সূরা আর-রাহমান, ৫৫:৬৮
[২] আল-কুরআন, সূরা আর-রাহমান, ৫৫:৭৬
[৩] মুসলিম, আস-সহীহ, কিতাবুল জান্নাহ ওয়া সিফাতি নি'মাতিহা, ৪:২১৮২, ক্রমিক : ২৮৩৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পড়বে। এ ক্ষেত্রে হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

জান্নাতবাসীদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত, যিনি সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহপাকের সান্নিধ্য পায়। এরপর রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনে করীমের নিম্নের আয়াতে করীমা তিলাওয়াত করেন :

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾

অর্থ : সেদিন অনেক জান্নাতবাসীর চেহারা আল্লাহপাকের সান্নিধ্যের কারণে ধবধবে উজ্জ্বল তরুতাজা এবং সুন্দর ও উৎফুল্লা দেখা যাবে।[১]

প্রশ্ন ২৯ : দোযখ কাকে বলে?

উত্তর : দোযখ এমন একটা জায়গা, যা বদনসীব ও কাফিরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। বদকার এবং কাফিরদেরকে কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের পর সেখানে নিক্ষেপ করা হবে। কাফিরদেরকে সেখানে চিরদিনের জন্য বন্দি করে রাখা হবে তাতে প্রচণ্ড উত্তপ্ত আগুন রয়েছে, কিন্তু আলোর নাম গন্ধও থাকবেনা। এ ব্যাপারে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾

অর্থ : আল্লাহপাক কাফিরদের প্রতি অভিশাপ করেছেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম তৈরী আছে। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। সেখানে কোন অভিভাবকও থাকবে না। কোনো ধরনের সাহায্যকারীও থাকবে না।[২]

অন্যত্র আল্লাহপাক বলেন,

وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾

অর্থ : আর যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের হুকুম মানবেনা, নাফরমানী করবে তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।[১]

[১] ১. আল-কুরআন, সূরা আল-কিয়ামা, ৫৭:২৩
২. তিরমিযী, আস-সুনান, কিতাবু সিফাতিল জান্নাহ, ৮:২৮৮, ক্রমিক : ২৫৫৩
[২] আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৬৪-৬৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন ৩০ : বা কিতাবের ওপর বিশ্বাস দ্বারা কী বোঝায়?

উত্তর : হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব পর্যন্ত যত নবী-রাসুল প্রেরিত হয়েছেন, তাদের মধ্যে কোন কোন নবী-রাসুলের ওপর কিতাব এবং কারো কারো ওপর সহীফা অবতীর্ণ করেছেন, আল্লাহপাকের প্রেরিত সমস্ত কিতাব এবং সহীফার ওপর মনেপ্রাণে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করাকে কিতাবের ওপর বিশ্বাস বলা হয়।

প্রশ্ন ৩১ : আল্লাহ প্রেরিত প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাবসমূহ কী কী? এবং তা কোন কোন পয়গাম্বরের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে?

উত্তর : যুগে যুগে আল্লাহপাক মানবতার হিদায়াতের জন্য বিভিন্ন সহীফা ও কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তার মধ্যে চারটি প্রসিদ্ধ কিতাব রয়েছে যা তিনি তাঁর রাসুলদের ওপর অবতীর্ণ করেছেন। যেমন–

১. **তাওরাত** : যা হযরত মুসা (আ.)-এর ওপর অবতীর্ণ করা হয়।
২. **যবুর** : যা হযরত দাউদ (আ.)-এর ওপর অবতীর্ণ করা হয়।
৩. **ইঞ্জিল** : যা হযরত ঈসা (আ.)-এর ওপর অবতীর্ণ করা হয়।
৪. **আল-কুরআন** : যা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ হয়।

প্রশ্ন ৩২ : পূর্বের আসমানী কিতাবসমূহ কি তার মূল অবস্থানে বিরাজমান?

উত্তর : না। বর্তমানে কুরআনে করীম ছাড়া অন্যান্য আসমানী কিতাব যেমন– তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল ইত্যাদির কোনোটিই পূর্বের অবস্থায় বহাল নেই। পূর্বের লোকেরা তাদের ইচ্ছে মতো কিতাবের বিভিন্ন আহকাম বা নির্দেশাবলীকে উলটপালট করেছে। আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে প্রেরিত কিতাবসমূহ হুবহুভাবে তারা বহাল তবিয়তে রাখেনি। পক্ষান্তরে কুরআন এমন একটি অনন্য সাধারণ কিতাব যা এখনও তার মৌলিক অবস্থায় বিরাজমান। যেহেতু উক্ত কিতাবের জিম্মাদার স্বয়ং আল্লাহ নিজের হাতেই গ্রহণ করেছেন।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾

অর্থ : নিশ্চয় তোমাদের কাছে কুরআন আমি অবতীর্ণ করেছি, তার হেফাজতের দায়িত্বও আমার।[২]

[১] আল-কুরআন, সূরা আল-জীন, ৭২:২৩
[২] আল-কুরআন, সূরা আল-হাজর, ১৫:৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এই যে, কুরআন যা কিয়ামত পর্যন্ত আগত অনাগত সকলের জন্য অনুপম হিদায়তের কিতাব এবং পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।

প্রশ্ন ৩৩ : কুরআন করীম অবতীর্ণ হওয়ার পর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের ব্যাপারে হুকুম কী?

উত্তর : কুরআনে করীম অবতীর্ণ হওয়ার পর পূর্বের কিতাবসমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপন নেহায়েত জরুরী। কিন্তু উক্ত কিতাবসমূহের নির্দেশাবলীর ওপর আমল করার আদেশ বাকী নেই বা স্থিত নেই। কেননা কুরআনে করীম ছাড়া অন্য কিতাবসমূহ সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন হওয়ার দাবী রাখেনা। কিতাবসমূহ এক একটি বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠীর হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সমস্ত ধর্ম মতানৈক্যতায় ভরপুর ছিল। যে কারণে মাযহাবের বিশ্বাসীরা নিজেদের আকীদাকে সত্য বলে জানত। কিন্তু সেই সময়ের চাওয়াটা ছিল যে, এমন একটি কিতাব অবতীর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়, যা সকল শ্রেণীর-গোষ্ঠীর সাথে মানুষকে একতাবদ্ধ করে একত্রিত করে। এজন্য কুরআনে করীমে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন,

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٧﴾

অর্থ : এ যে কিতাব, যা বিশ্ব মানবতার জন্য নসীহত।[১]

সুতরাং কুরআনে করীম সর্বকালের সর্বযুগের কিয়ামত পর্যন্ত আগত অনাগত সকলের জন্য হিদায়ত এবং পথের দিশারী হিসেবে অবতীর্ণ হয়ে এসেছে।

প্রশ্ন ৩৪ : ঈমান বিল মালায়িকা বা ফেরেশতাদের ওপর বিশ্বাস দ্বারা কী বোঝায়?

উত্তর : ملائكة আরবী শব্দ, এটা ملك শব্দ থেকে নির্গত। যার বহুবচন ملائك বা ملائكة হয়। যার শাব্দিক অর্থ মালিক হওয়া, ফেরেশতা বা মালিকানা প্রতিষ্ঠা হওয়া। এছাড়াও এতে ক্ষমতা, শক্তি এবং নির্দেশের অর্থ পাওয়া যায়। আসমানী রূহসমূহের ক্ষেত্রেও ملائكة শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[২]

শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো বিশেষ হুকুম বা কার্যের বা কোনো বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য যাদের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় তাদেরকে ملائكة বলে।

[১] আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ, ১২:১০৪
[২] রাগিব ইসপাহানী, আল-মুফরাদাত : ২৪৭–৪৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ফেরেশতাগণ আল্লাহপাকের গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম তার মকবুল বান্দাদের নিকট পৌঁছানোর আঞ্জাম দেয়। ফেরেশতাগণ নূরের তৈরী, সাধারণ মানুষ তাদের দেখতে পায়না। এ কারণে কিছু কিছু অজ্ঞ লোক ফেরেশতাদের বাহ্যিক অস্তিত্বকে স্বীকার করে না এবং যে সমস্ত কুরআনের আয়াতে ফেরেশতাদের ব্যাপারে উল্লেখ আছে সেসব আয়াতগুলো তারা মনেপ্রাণে পড়তে চায় না। মূলত তাদের এ ধরনের চিন্তা গোমরাহীর ওপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা ফেরেশতাগণ আল্লাহর নির্দেশাবলী বহনকারী এবং পালনকারী সম্মানিত সৃষ্টি। এসব ব্যাপারে সবিস্তারে মেনে নেয়া এবং ফেরেশতাদের অস্তিত্বকে হৃদয়ে স্বীকারের নাম ঈমান বিল মালায়িকা বা ফেরেশতাদের ওপর বিশ্বাস।

প্রশ্ন ৩৫ : ফেরেশতা কারা? তারা কিসের সৃষ্টি?

উত্তর : ফেরেশতাগণ আল্লাহর নূরের সৃষ্টি। সুতরাং তারা মানুষের রূহ কিংবা আল্লাহর গুণাবলীতে মূর্তিয়মান, তাদের ভালো ও মন্দের শক্তি আছে –এ ধরনের বিশ্বাস মাত্রই ভুল।

ফেরেশতাদের মৌলিকত্বের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত আছে, তার মধ্যে ঐকমত্য এবং সিদ্ধ কথা এই যে,

فَذَهَبَ اَكْثَرُ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى اَنَّهَا اَجْسَامٌ لَطِيْفَةٌ، قَادِرَةٌ عَلَى التَّشَكُّلِ بِأَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ.

অর্থ : অধিকাংশ মুসলমানের মতে ফেরেশতা এমন এক সুন্দর দেহের অধিকারীকে বলে, যারা বিভিন্নরূপে পরিবর্তিত হতে পারে, নানা আঙ্গিকে নানাধরনের রূপ ধারণের শক্তি রাখে।[১]

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُوْرٍ، وَ خُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَ خُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ.

অর্থ : ফেরেশতাদের তৈরি করা হয়েছে নূর থেকে আর জিন্নাতদের সৃষ্টি করা হয়েছে আগুনের শিখা থেকে, আর আদম (আ.)-কে সেসব জীবন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যার গুণাগুণ উপস্থাপিত হয়েছে।[১]

[১] বায়যাবী, আত-তাফসীর, ১:৮০-৪১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন ৩৬ : কোন কাজ ফেরেশতাদের জিম্মায় আছে?

উত্তর : মূলত আল্লাহপাক ফেরেশ্তা সৃষ্টির মূলেই পূর্ণ আনুগত্যের দিক নিহিত রেখেছেন। তারা আল্লাহপাকের আদেশ মোতাবেক বিশ্বজগৎ বা কুল কায়েনাতের বিভিন্ন কাজ-কর্মের আনজাম দেন। তারা তাদের নিজস্ব কিছু করার শক্তি নেই। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۩

অর্থ : তারা আল্লাহপাককে ভয় করেন এবং (তাঁর পক্ষ থেকে) যা নির্দেশিত হয় তাই বাস্তবায়ন করেন।[২]

হযরত ইবনে সাবেত (রা.) বর্ণনা করেন, কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছুর অস্তিত্ব হবে সব মূল কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। সবকিছুর দায়িত্বে তিনজন ফেরেশতা নিয়োজিত আছে। তার মধ্যে হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর ওপর কিতাবের দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হয়েছে। তিনি তা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবেন। তাছাড়া হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর ওপর আযাবের বিষয়টিও ন্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ যখন কোনো জাতি ধ্বংস করার ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন আল্লাহপাক হযরত জিব্রাঈল (আ.)-কে শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্য যুদ্ধের মাঠে পাঠান। নিরাপত্তা ও বৃষ্টি এবং ক্ষেতখামারের যাবতীয় দায়িত্বভার হযরত মিকাঈল (আ.)-এর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। মালাকুল মওত তথা মৃত্যুর ফেরেশতার ওপর মানুষের রূহ কবজ করার নেওয়ার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। যখন দুনিয়া শেষ হবে, তখন পৃথিবীতে মানুষের কৃতকর্মের আমলনামা একত্রিত করা হবে এবং মূলকিতাবের সাথে তার হিসাব-কিতাব মিলানো হবে। তখন সকলে তাদের কৃতকর্মের লিখা মূলকিতাবের অনুপাতে যথাযথভাবে পাবে।[৩]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

اِنَّ طَرْفَ صَاحِبِ الصُّوْرِ مُذْ وُكِّلَ بِهِ مُسْتَعِدٌّ يَنْظُرُ نَحْوَ الْعَرْشِ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْمَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْهِ طَرْفُهُ كَأَنَّ عَيْنَيْهِ كَوْكَبَانِ دُرِّيَانِ.

[১] ১. মুসলিম, আস-সাহীহ, ৪:২২৯৪, ক্রমিক : ২৯৯৬
২. আহমাদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৬:১৫৩ ও ১৬৮
৩. ইবনে হাব্বান, আস-সহীহ, ১৪:২৫, ক্রমিক : ৬১৫৫

[২] আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল, ১৬:৫০

[৩] ইবনে হাব্বান, আস-সহীহ, কিতাবুল ইমা, ৩:৯৩৭, ক্রমিক : ৪৯৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থ : যখন থেকে হযরত ইসরাফিল (আ.) সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার জিম্মাদারী পান, সে দায়িত্বপালনে তিনি শতভাগ প্রস্তুত হয়ে শুধু অপেক্ষায় আছেন। আরশের চারিদিকে ভয়ে তিনি এদিক ওদিক তাকান, যেন চোখ ফিরানোর পূর্বে আদেশিত না হন। তার চোখ দুটি যেন উজ্জ্বল তারকারাজী।[১]

প্রশ্ন ৩৭ : মানুষের ভালো এবং মন্দ কাজ লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা কারা?

উত্তর : মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করার ফেরেশতা কিরামান-কাতেবীন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَٰتِبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾

অর্থ : তোমাদের সংরক্ষণকারী নির্ধারিত আছে; যা তোমাদের কর্মের সম্মানিত লেখক। তারা সবকিছু জানে যা তোমরা কর।[২]

আল্লাহপাক অন্যত্র ইরশাদ করেন,

أَمْ أَبْرَمُوٓا۟ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٩﴾ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُم ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾

অর্থ : তারা কি কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে? আমি স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। তারা মনে করে নাকি যে তাদের গোপনীয় পরামর্শভিত্তিক কাজ আমার শ্রবণশক্তির বাইরে? হ্যাঁ, আমার ফেরেশতা সবকিছু লিপিবদ্ধ করছে।[৩]

ইবনে জরীজ (রা.) বর্ণনা করেন, কিরামান-কাতেবীন মূলত দুইজন ফেরেশতা। একজন মানুষের ডান কাঁধে অবস্থান করে ভালো কাজগুলো লিপিবদ্ধ করেন। অন্যজন বাম কাঁধে অবস্থান করে মন্দ কাজগুলো লিপিবদ্ধ করেন।

ডান কাঁধের ফেরেশতা নিজ সঙ্গীকে সাক্ষী না করে আমলনামায় ভালো কাজ লিপিবদ্ধ করেন, কিন্তু বাম কাঁধের ফেরেশতা নিজের সঙ্গীকে সাক্ষী না করে

[১] হাকিম, আল-মুসতাদরক, কিতাবুল আহওয়াল, ৪:৪০৩, ক্রমিক : ৮৬৭৬
[২] আল-কুরআন, সূরা আল-ইনফিতার, ৮২:১০-১২
[৩] আল-কুরআন, সূরা আল-যুখরুফ, ৪৯:৭৯-৮০

মন্দ কাজগুলো লিপিবদ্ধ করেন না। যখন মানুষ বসাবস্থায় থাকে ফেরেশতাদের মধ্যে একজন তার ডানে অপরজন তার বামে অবস্থান করেন। চলাফেরার সময় একজন তার পেছনে অপরজন সামনে অবস্থান করেন এবং ঘুমানোর সময় একজন মাথার পাশে অন্যজন পায়ের কাছাকাছি থাকেন।[১]

আল্লাহপাক ইরশাদ করেন,

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصْلَىٰهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿١٨﴾

অর্থ : তার সাথে সাক্ষাতকারী দুইজনের মধ্যে একজন তার ডানে একজন তার বামে অবস্থান করে। এমন কোন শব্দ নেই যার অতন্দ্র নিরীক্ষণ ও সংরক্ষণ করা হচ্ছেনা।[২]

প্রশ্ন ৩৮ : তাকদীরের ওপর বিশ্বাস দ্বারা কী বোঝায়?

উত্তর : তাকদীরের ওপর বিশ্বাস দ্বারা এ আকীদা পোষণ করা বোঝায় যে, দুনিয়ায় সমস্ত মানুষের প্রকৃতি ও অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ লওহে মাহফুজে অনেক আগে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। মানুষের ব্যক্তিগত ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে ভালো ও মন্দের ইখতিয়ার দিয়েছেন যে, চাইলে সে ভালো কাজ করবে, না হয় মন্দ করবে। তকদীরের এ ফয়সালার ওপর বিশ্বাস স্থাপনকে ايمان بالقدر বা তাকদীরের ওপর বিশ্বাস বোঝায়।

যার বিবরণ সূরা বালাদে এভাবে প্রদান করেছেন,

أَلَمْ نَجْعَل لَّهُۥ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾ وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾

অর্থ : আমি কি তাদেরকে দুটি চোখ দিই নাই? এবং একটি মুখ ও দুটি ঠোঁট দিই নাই? এবং দুটি পথই প্রদর্শন করেছি।[৩]

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ এত দুর্বল না যে, সে নিজের ইচ্ছানুযায়ী একদম কিছু করতে পারেনা। কিন্তু এটা সত্য যে, যা নাগালের ভিতর আছে

[১] ইবনে হাব্বান, আস-সহীহ, কিতাবুল ইযমা, ৩:১০০০, ক্রমিক : ৫১৯
[২] আল-কুরআন, সূরা কাফ, ১৭:১৮
[৩] আল-কুরআন, সূরা আল-বালাদ, ৯:৮-১০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাকদীরে মুয়াল্লক : যা অধিকাংশ আউলিয়ায়ে কেরাম এবং ছালেহীন এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে থাকে। তা আল্লাহপাকের দানে হোক কিংবা নবী করীমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাফায়াতের কারণে হোক অথবা আউলিয়ায়ে কেরামের দোয়ায় কিংবা মাতাপিতার খেদমত করার কারণে কিংবা ছদকা ও দান-খয়রাতের কারণে হোক। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেও এ অঙ্গীকার আছে যে, যদি কোন বান্দা চায় যে তার ইচ্ছা ও নিয়তের পরিবর্তন করবে, তাহলে দোয়ার কারণে আমি তার ভাগ্যসহ পাল্টে দিই। সূরা রা'আদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান,

يَمْحُوا۟ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ ﴿٣٩﴾

অর্থ : আল্লাহ যাকে চান ধ্বংস করে দেন, আর যাকে চান প্রতিষ্ঠিত করে দেন। সব লিপিবদ্ধ হওয়া তাকদীরের ফয়সালা এবং লিপির মূলকপি তারই নিয়ন্ত্রণে।[১]

ইবলিস হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা করেনি। এ কারণে তিনি কাফির হয়েছেন কিন্তু এমন বদ্‌বখত কাফিরের দোয়াও আল্লাহ কবুল করেছেন,

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾

অর্থ : সে বলে, হে আমার রব! আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত ছাড় দিন।[২]

আল্লাহপাক তাকে এ ছাড় দিলেন। যদি আল্লাহ একজন বিতাড়িত শয়তানের দোয়া কবুল করে তার তকদীর পর্যন্ত পাল্টে দিতে পারেন, তাহলে এটা নিশ্চিত মানা যাবে যে, আল্লাহর খাঁটি বান্দার দোয়ার কারণে তাকদীর পাল্টাতে পারে।

হযরত ওমরের (রা.) যামানায় মূলকে শামে বা সিরিয়ায় মহামারী বিস্তার করছিল। সে সময় হযরত ওমর (রা.)ও সিরিয়া সফরে ছিলেন। মহামারীর উৎপাতের কারণে তিনি সিরিয়া ছাড়ার জন্য খুবই তাড়াহুড়া করছিলেন তখন তাদের উদ্দেশ্যে হযরত আবু উবায়দা বলেন,

أَتَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ.

অর্থ : আপনি কি তকদীর থেকে পালাচ্ছেন?

[১] আল-কুরআন, সূরা আর-রা'আদ, ১৩:৩৯
[২] আল-কুরআন, সূরা আল-হাজর, ১৫:৩৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত ওমর (রা.) তার উত্তর দিলেন,

أَفِرُّ مِنْ قَضَاءِ اللهِ إِلَىٰ قَدَرِ اللهِ.

অর্থ : আমি আল্লাহর ফয়সালা থেকে তকদীরের দিকে পালাচ্ছি।[১]

তার মানে এই যে, মহামারী যখন কোনো এলাকায় ধ্বংসের আকৃতিতে বিস্তার লাভ করে তখন অন্য এলাকায় চলে গিয়ে মহামারীর মারাত্মক ব্যধি থেকে আমি মুক্তি পেলে তখন নিশ্চিত মনে রাখতে হবে যে, আমার বেঁচে যাওয়াটা তকদীরের ফয়সালা ছিল, এটা আল্লাহপাকের কুদ্‌রতি ইল্‌মে বর্তমান ছিল।

সুতরাং আয়াত ও হাদীসে মুবারাকার দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহপাক যদি চান তাঁর ঐশ্বরিক এলম মোতাবেক সময় সময় মানুষের তাকদীরকে পরিবর্তন করেন। এ ধরনের পরিবর্তিত তকদীরকে তাকদীরে মুয়াল্লাক বলে। যেহেতু যা তাকদীরের শেষ সিদ্ধান্ত তাই সবশেষে ঘটে।

প্রশ্ন ৪১ : তাকদীর ও কাজার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা কি বৈধ?

উত্তর : না, কেননা তাকদীর এবং ফয়সালার ব্যাপারে অধিকাংশ লোক অজ্ঞ। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, এ ব্যাপারে বেশি চিন্তাভাবনা করা ঈমান ধ্বংস হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকদীরের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ ﷺ وَ نَحْنُ نَتَنَازَعُ فِى الْقَدْرِ، فَغَضِبَ حَتّٰى اِحْمَرَّ وَجْهُهُ، حَتّٰى كَاَنَّمَا فُقِئَ فِىْ وَجْنَتَيْهِ حَبُّ الرُّمَّانِ، فَقَالَ : اَبِهٰذَا اُمِرْتُمْ اَمْ بِهٰذَا اُرْسِلْتُ اِلَيْكُمْ؟ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْا فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ اَنْ لَّا تَنَازَعُوْا فِيْهِ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট তশরীফ আনলেন। এমতাবস্থায় আমরা তাকদীরের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। আলোচনা শুনে তখন রাগের ভারে তাঁর চেহারা মোবারক লাল হয়ে গেল, এমন রাগ যেন তাঁর দিকে আনারের দানা নিংড়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

[১] ইবনে সা'আদ, আত-তবকাতুল কুবরা, ৩:২৮৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বললেন, কি! তোমাদের কাছে এ ধরনের আলোচনার আদেশ এসেছে? না-কি আমি এ ধরনের আলোচনা নিয়ে তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি? তোমাদের পূর্ববর্তী অনেক জাতি তকদীর এবং ফয়সালার বিষয়ে বাড়াবাড়ি করায় সমূলে ধ্বংস হয়েছে। আমি তোমাদের শপথ দিচ্ছি, যেন তোমরা এ ধরনের আলোচনা আগামীতে আর না কর।[১]

প্রশ্ন ৪২ : দ্বীন ইসলাম দ্বারা কী বোঝায়?

উত্তর : আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনাদর্শ এবং আদেশ নিষেধের ও নির্দেশাবলীর ওপর ভিত্তি করে জীবন পরিচালনা করাকে দ্বীন ইসলাম বলে, যা সবদিক দিয়ে পরিপূর্ণ। যা জীবনের সার্বিক প্রয়োজনীয়তাকে পরিপূর্ণতা দান করে, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে যে জীবনাদর্শ পথের দিশা দেয়, তাই দ্বীন ইসলাম। যেমন- কুরআন করীমে আল্লাহ পাক বলেন,

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ ﴿١٩﴾

অর্থ : আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম।[২]

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ﴿٣﴾

অর্থ : আজ তোমাদের জন্য আমি দ্বীনকে পরিপূর্ণতা দান করলাম এবং নেয়ামতে ভরপুর করলাম এবং ধর্ম হিসেবে ইসলামকেই তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম।[৩]

উল্লিখি আয়াতসমূহ থেকে ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ দীন তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

প্রশ্ন ৪৩ : ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : ঈমান এবং ইসলাম মূলতঃ একটি শিকড়ের দুটি প্রশাখার মত। পার্থক্য শুধু এটুকু যে, ঈমান ওয়ালা হওয়ার জন্য যে সমস্ত করণীয় অন্তরের

[১] তিরমিযী, আস-সুনান, কিতাবুল কদর, ৪:৪৪, ক্রমিক : ২১৩৩
[২] আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:১৯
[৩] আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা, ৫:৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

স্বীকৃতি ও মুখের উচ্চারণ প্রয়োজন, তা ইসলামের ক্ষেত্রে আমলের মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত করা বাঞ্ছনীয়। যেহেতু ঈমান হচ্ছে মুখের উচ্চারণ ও অন্তরের স্বীকৃতি এবং ইসলাম হচ্ছে ঈমান অনুযায়ী আনুগত্য ও আমলে বাস্তবায়িত করার নাম।

প্রশ্ন ৪৪ : মুসলমান কাকে বলে?

উত্তর : মুসলমান শব্দের অর্থ দ্বীন ইসলামের অনুসারী হওয়া। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট শুধু সেই ব্যক্তিই মুসলমান, যার উপস্থিতিতে অন্যান্যরা নিরাপত্তা পায়, এবং ক্ষমা ও করুণা পায় এবং যিনি সারাক্ষণ শান্তি ও নিরাপত্তা আর ইনসাফের বাণী শুনায়। হাদীসে এসেছে,

মুসলমান হলেন সেই, যার হাত-মুখ এবং জিহ্বা দ্বারা লোকেরা কষ্ট না পায় এবং মানুষের জান-মাল ও সম্মানের নিরাপত্তার গ্যারান্টি বিধান করে, সেই-ই মুসলমান।[১]

প্রশ্ন ৪৫ : মুসলমান হওয়ার জন্য শর্ত কি?

উত্তর : মুসলমান হওয়ার জন্য মৌলিক শর্ত হচ্ছে, মুখের স্বীকৃতি। অর্থাৎ কলমা তাইয়্যেবা মুখে উচ্চারণ সমেত পড়ে মুসলমান হওয়ার স্বীকৃতি দেওয়া এবং তা প্রচার করা। যেন অন্যরা তাকে মুসলমান হিসেবে জানে।

প্রশ্ন ৪৬ : কলিমা তাইয়্যেবা কাকে বলে?

উত্তর : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ-কে কলিমা তাইয়্যেবা বলে। কলিমা তাইয়্যেবার অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রেরিত রাসুল।

প্রশ্ন ৪৭ : মানুষ মাতৃভাষায় একত্ববাদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি দিলে মুসলমান হয় কি-না?

উত্তর : হ্যাঁ, কেউ মাতৃভাষায় একত্ববাদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি দিলে ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করবে।

প্রশ্ন ৪৮ : কলিমা তাইয়্যেবার পর অন্য কোনো কলিমা আছে কি? যা পড়লে এবং মানলে মুসলমান হওয়া যায়।

উত্তর : হ্যাঁ, কলিমা তাইয়্যেবার পর দ্বিতীয় আরেকটি কলিমা আছে, যাকে কলিমা শাহাদত বলা হয়। কলিমা শাহাদত এই :

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَ رَسُوْلُهُ.

[১] বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল ঈমান, ১:১৩, ক্রমিক : ১০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, এবং আরো সাক্ষ দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

প্রশ্ন ৪৯ : কলিমা তাইয়্যেবা ও কলিমা শাহাদতের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : কলিমা তাইয়্যেবার মধ্যে শুধু তাওহীদ ও রিসালাত প্রকাশ পায় কিন্তু কলিমা শাহাদাতে তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি সাক্ষ্যসহ প্রদান করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৫০ : বোবা লোকের ইসলাম গ্রহণ কিভাবে বুঝা যাবে?

উত্তর : যে কোন লোক মুখে আল্লাহকে অস্বীকার করেনা তার জন্য মুসলমান প্রমাণিত হতে এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে বোবা হলেও ইশারায় প্রকাশ করবে যে, আল্লাহপাক এক এবং একক তিনি ছাড়া ইবাদতের কেউ যোগ্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর শেষ নবী এবং রাসুল এবং ইসলামের মধ্যে যা কিছু আছে সব সত্য ও সঠিক। শুধু এতটুকুই মুসলমান প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

প্রশ্ন ৫১ : দ্বীনের প্রয়োজনীয় আহকাম থেকে কিছু বাদ দিলে তার ব্যাপারে হুকুম কি?

উত্তর : কোন ব্যক্তি যদি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন তাওহীদ, রিসালত, কিয়ামত, মালায়েকা, জান্নাত, দোযখ এবং আসমানী কিতাবসূহের মধ্যে কোন একটি আহকাম অস্বীকার করে, এমতাবস্থায় সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে।

প্রশ্ন ৫২ : মুসলমান হওয়ার পরও আমাদের ঈমান এত দুর্বল কেন?

উত্তর : আমাদের ঈমান দুর্বল হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে, মুনাফেকী, হিংসা এবং বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন আকীদা পোষণ করা। এর দ্বারা বাস্তবতার ময়দানে আমল করতে নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং এ কারণে উন্নত চরিত্র গঠনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহর বন্দেগীতে একনিষ্ঠতা হারিয়ে যায়, আল্লাহ এবং রাসুলের আনুগত্যে ধীরে ধীরে ভাটা পড়ে যায়। এমতাবস্থায় আল্লাহ এবং রাসুলের আইন ও বিধানকে বাদ দিয়ে পর্যায়ক্রমে পার্থিব লোভ লালসা ও দুনিয়া অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মনের কু-প্রবৃত্তিকে সর্বেসর্বা মেনে ইসলাম ও ঈমানের তোয়াক্কা না করে পার্থিব স্বার্থে নিজেকে শামিল ও দুনিয়াকে প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এর দরুণ চেহারা থেকে ধীরে ধীরে নূরানীভাব এবং তাকওয়া-পরহেজগারীর ভাব চলে যায়। ফলে ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন ৫৩ : কিভাবে শক্তিশালী ঈমানের অধিকারী হওয়া যায়?

উত্তর : আমাদের নিত্য কর্মের পর্যালোচনা করে তার ওপর দ্বীন ইসলামের কার্যাদি সঠিকভাবে সম্পাদিত হয়েছে কিনা তার নিরীক্ষণ করে ইসলামকে শুধু নাম সর্বস্ব ধর্ম হিসেবে যথেষ্ট মনে না করে কুরআন-হাদীসের আলোকে নিজের জীবনকে গঠন ও পরিচালনা করে মাধ্যমে সীরাতে নববীর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ রূহানী ই'তেকাদ থাকলে মজবুত ঈমানের অধিকারী হওয়া যায়।

প্রশ্ন ৫৪ : ইয়াকীনের স্তর কয়টি?

উত্তর : ইয়াকীন বা বিশ্বাসের তিনটি স্তর রয়েছে। যথা–

১. علم, ২. عرفان, ৩. ايقان

এ তিনটি স্তরকে ছুফিগণ পারিভাষিক দিক থেকে ইলমুল ইয়াকীন, আইনুল ইয়াকীন ও হক্কুল ইয়াকীনরূপে ভূষিত করেছেন।

প্রশ্ন ৫৫ : ইলমুল ইয়াকীন কী?

উত্তর : নিগুঢ় অদৃশ্যের ওপর অকাট্য বিশ্বাস স্থাপনের নাম ইলমুল ইয়াকীন। যেমন আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন,

ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴿٣﴾

অর্থ : যারা অদৃশ্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে।[১]

কোনো লোক যদি না দেখে আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, তার এ ঈমান আনাটা নিশ্চয় তার কাছে কোন হাস্‌তি বা মহান ব্যক্তিত্বের আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে হয় যে সমস্ত ব্যক্তিত্ব আল্লাহর উলুহিয়াতকে কোনো আড়ালবিহীন দেখতে পায়। সুতরাং প্রথম চাওয়া এই যে, না-দেখে আল্লাহকে এবং তার বিধি নিষেধগুলোকে শুধু এ কারণেই মেনে নেওয়া যে, মুমিন পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া এ জ্ঞান যা নিশ্চয় সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ সংবাদদাতার মাধ্যমেই পৌঁছেছে। আর এ সংবাদদাতা নিশ্চয় আল্লাহপাকের গুণাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী। এভাবে যা কিছু ঈমান সংক্রান্ত বিষয় রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তা মনে প্রাণে হুবহু মানার নাম ঈমান বিল গায়েব।

অদৃশ্যের ওপর ঈমান আনার দৃষ্টান্ত এভাবে দেওয়া যায় যে, যদি কোন মহল্লার কোন ব্যক্তি নিহত হয় এবং এ হত্যার ঘটনাটি এক ব্যক্তি দ্বিতীয়

[১] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আরেক ব্যক্তিকে বলছে যে, ওই ব্যক্তিটি এই ঘরের ভেতর নিহত হয়েছে এবং ওই ব্যক্তিটিই হত্যা করেছে। আরো বলছে যে, হত্যাকাণ্ডটি তার চোখের সামনেই হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের এমন বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে সে ব্যক্তির কথামতো হত্যাকাণ্ডের সত্যতাকে বিশ্বাস করতেই হয়। এমন বিশ্বাসটি হচ্ছে ঈমানের প্রথমস্তর। এভাবে অদৃশ্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বিল-গায়ব বলে।

প্রশ্ন ৫৬ : ইরফান কী?

উত্তর : عرفان শব্দের অর্থ পরিচয় জানা, ভালোভাবে চেনা। এটা হচ্ছে ঈমানের দ্বিতীয় স্তর। না-দেখে যে সমস্ত মৌলিকত্ব মানা হচ্ছে, সে সমস্ত মৌলিকত্বের কারণ-উপকরণ স্বচক্ষে অবলোকন করা এবং স্বচক্ষে দেখা করে উপকরণের ভিত্তিতে সেই মহান ব্যক্তিত্ব বা হাসতির ওপর নিজের বিশ্বাসকে অকাট্য করাকে ইরফান বলা হয়। এটাকে عرفان بالشواهد ও বলা হয়। এ ধরনের ঈমানের কথা কুরআনে করীমে এসেছে এভাবে :

وَفِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ أَفَلَا تُبۡصِرُونَ ﴿٢١﴾

অর্থ : তোমাদের মাঝেই তার নিদর্শন রয়েছে। তোমরা কি তা দেখছো না?[১]

আলোচ্য আয়াতে করিমা আল্লাহপাকের অসংখ্য কুদরতের ইঙ্গিতবহ। পৃথিবীতের আল্লাহ পাকের কত সুন্দর পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি এবং সবুজ শ্যামল প্রকৃতি, ঘনসবুজের মাঠে প্রভাতের সূর্য, প্রকৃতির কতো অপরূপ দৃষ্টিনন্দন আকৃতি নিজের মাঝেও বিরাজমান –এ বিষয়ে কোনো দিন কি একটুও গভীরভাবে চিন্তা করেছেন এবং কোনো দিন কি চেষ্টা করেছেন যে, গভীর চিন্তা থেকে আল্লাহর সৃষ্টির দিকে চিন্তাশীল চাহনী থেকে মৌলিকত্বকে বের করে আনতে যে কে এর সৃষ্টিকারী? কে এর রক্ষণাবেক্ষণকারী? অথচ প্রকৃত মৌলিকত্ব জানার সমস্ত নিদর্শন পৃথিবী জুড়ে এবং আপনার নিজের মাঝেও বিদ্যমান। মানবীয় দুর্বলতার সকল অন্ধকারকে জলাঞ্জলী দিয়ে, অন্তর থেকে কালো পর্দা ছিড়ে ফেলে, চিন্তার মাথাকে অবনত করলেই দেখা যাবে, এতো সবের সৃষ্টিকারী সবকিছুর প্রতিপালক আল্লাহ।

উদারণ দ্বারা এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, এক ব্যক্তি কোনো ঘর তেকে দৌড়ে বের হচ্ছিল এবং তার হাত রক্তরঞ্জিত। তার চেহারা ও কাপড়ে রক্তের

[১] আল-কুরআন, সূরা আয-যারিয়া, ৫১:২১

www.AmarIslam.com

দাগ এবং তার চেহারা চিন্তাক্লিষ্ট। এমতাবস্থায় কোনো লোক হত্যার চিহ্ন ও সাক্ষ্য দেখে তার দ্বারা হত্যার বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের দ্বিতীয় স্তর।

প্রশ্ন ৫৭ : ঈকান কী?

উত্তর : ঈমানের তৃতীয় স্তর ঈকানের বিস্তারিত বিবরণে বলা যায় হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর কাছে আরজ করলেন,

رَبِّ أَرِنِي كَيۡفَ تُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰۖ ﴿٢٦٠﴾

অর্থ : হে পরওয়ারদিগার! আমাকে দেখান কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন।[১]

এখন এখানে প্রশ্ন হলো যে, তাহলে কি হযরত ইব্রাহীম (আ.) প্রথমে জানতেন না যে, আল্লাহ পাক মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন?

কুরআন বলছে মৃতকে জীবিত করার জ্বলন্ত বাস্তবতা দেখার পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঈমান ছিল ايمان بالغيب ও عرفان بالشواهد-এর স্তরের। ঈমানের তৃতীয় স্তর ايقان بالشاهدة পর্যন্ত পৌঁছতে হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর কাছে এভাবে আবেদন করলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রশ্নের জবাবে আল্লাহপাক বললেন,

أَوَلَمۡ تُؤۡمِنۖ ﴿٢٦٠﴾

অর্থ : তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না?[২]

হযরত ইব্রাহীম (আ.) আরয করলেন,

بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطۡمَئِنَّ قَلۡبِيۖ ﴿٢٦٠﴾

অর্থ : হ্যাঁ, বিশ্বাস হচ্ছে কিন্তু যেন অন্তরে প্রশান্তি পাই।[৩]

আল্লাহ পাক জানতেন কি উদ্দেশ্যে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এমন প্রশ্ন করছেন, মূলত আল্লাহর সাথে এমন কথোপকথন মানবতাকে শিক্ষার উদ্দেশ্যে ছিল। অতঃপর আল্লাহপাক ইরশাদ করেন,

[১] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২৬০
[২] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২৬০
[৩] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২৬০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

অর্থ : চারটি পাখি ধর, এবং পাখিগুলোকে টুকরো টুকরো করে প্রত্যেক অংশ চারটি পাহাড়ে অগোছালোভাবে রাখো, অতপর তাদের ডাকো তারা তখন খুব দ্রুতবেগে চলে আসবে। জেনে রেখো, আল্লাহপাক খুব প্রজ্ঞাময় ও পরাক্রমশালী।[১]

এ আলোচনা দ্বারা বোঝা যায় যে, পূর্বে থেকে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ইলম ও ইরফান ছিল। কিন্তু তিনি সবকিছু স্বচক্ষে অবলোকন করে হক্কুল ইয়াকীন অর্জন করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য এবং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাকে তাই দান করলেন। এভাবে স্বচক্ষে অবলোকন করাকে হক্কুল ইয়াকীন বলে। এর উদারহণ এভাবে দেয়া যায় যে, কোনো লোক একটা জন্তু জবেহ করে আসল এবং সাথে অন্য একজন মানুষ হত্যা করল। কোনো পথিক এ হত্যার ঘটনা স্বচক্ষে দেখে ভীত হয়ে সেখান থেকে পালাল। এ দিকে অন্য লোক প্রকৃত অবস্থা অপর এক লোক জন্তু জবেহকারীর কাপড়ে রক্তের দাগ দেখে তাকে হন্তা ভেবে বসল। তার বিপরীতে যে লোক হত্যার ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে দিবালোকের স্পষ্টতায় এবং যার কাছে হন্তা ও নিহত উভয়েই পরিচিত সে ব্যক্তি এ ঘটনার ক্ষেত্রে সাহেবে ঈমান বা নিশ্চিত বিশ্বাস্য ব্যক্তি।

প্রশ্ন ৫৮ : ঈমানের সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ স্তর কোনটি।

উত্তর : হাদীসে জিব্রাঈল احسان শব্দটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ঈমানের সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ স্তর সম্পর্কে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। হযরত জিব্রাঈল (আ.) প্রশ্ন করলেন, ইহসান কাকে বলে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন,

اَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ، فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ.

অর্থ : ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর তথা ইহসান হল তোমরা আল্লাহপাকের ইবাদত কর এভাবে যেন তাকে দেখতে পাও, অন্যদিকে সর্বনিম্ন স্তর হল আর যদি দেখার মত ক্ষমতা না থাকে, তাহলে এ বিশ্বাস রেখো যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।[২]

---

[১] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২৬০

[২] বুখারী, আস-সাহীহ, বাবু সুওয়ালি জিবরাঈল, ১:২৭, ক্রমিক : ৫০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাদীসে জিব্রাঈলে উল্লেখকৃত ইবাদত শব্দ দ্বারা যদি কেউ এটা মনে করে যে, ইবাদত ও বন্দেগীর দ্বারা সেসব কার্যাদি বোঝায় যা সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত আম ইবাদত যেমন নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত যা মানুষের জিন্দেগীর জন্য মৌলিক ইবাদত বলে। হাদীসে জিব্রাঈলে ইবাদত দ্বারা এ সমস্ত মৌলিক ইবাদতগুলোকে বোঝায় নি, যদি কেউ মনে করে, তাহলে এটা তার ভুল দর্শন। বরং ইবাদত দ্বারা ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও কুরআনী দর্শন অনুযায়ী এ ইবাদতের অর্থ এত প্রমাণিত যে, তা মানুষের চিন্তাশক্তি ও জীবনের কার্যাদিসহ সর্বক্ষেত্রে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ইসলামের বাস্তব প্রতিফলন এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত গুণাবলীর সমষ্টি সমৃদ্ধ জীবনকে বুঝায়। গুণাবলীসমূহ :

১. **আকীদা শুদ্ধ :** মানুষের আকীদা শুদ্ধ হওয়া উচিত। আল্লাহ, আখিরাত, ফেরেশতা এবং আসমানী কিতাবসমূহ এবং আল্লাহর প্রেরিত রাসুলগণের ওপর বিশ্বাসস্থাপন একান্ত জরুরি।

২. **আল্লাহ প্রেম :** আল্লাহর প্রতি একান্তভাবে ভালোবাসা চাই। তাঁর সৃষ্টির প্রতি কল্যাণ পৌছানো, দান-দক্ষিণা ও সম্পদের কুরবানী দ্বারা তা প্রতীয়মান হয়।

৩. **সম্পদের ব্যবহার :** আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত রিযিক দান করেছেন এবং সম্পদ দিয়েছেন উক্ত অর্জিত সম্পদ হকদার আত্মীয় স্বজন, এতীম, মিসকীন, গরীব ও ফকিরদের জন্য এবং গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য এবং নিরন্নের মুখে অন্ন দিতে ব্যয় করা।

৪. **আমল সঠিক করা :** শরীয়তের সমস্ত আহকাম যেমন– নামাজ-রোযা ইতাদি ইসলামের মৌলিক ভিত্তিগুলোর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা।

৫. **ওয়াদা পূরণ :** ওয়াদা পূরণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ওয়াদা এবং ফয়সালার ক্ষেত্রে দৃঢ়তা এবং সাহসিকতার সাথে কৃত ফয়সালা এবং ওয়াদার ওপর অটল থাকা একান্ত জরুরি।

৬. **ধৈর্য :** যতবড় বিপদ ও কঠিন মুহূর্ত কিংবা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হোক, কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হয়ে ধৈর্য এবং সহনশীলতার মধ্য দিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করে দৃঢ়তার পরিচয় দেয়া।

৭. **জিহাদ :** আল্লাহপাকের কলিমা এবং সত্যের পতাকাকে উড্ডীন করতে বাতিলের বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের যুদ্ধে এবং প্রতিবন্ধকতায় যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায় যা-ই হোক ভয় না পাওয়া।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উপরোল্লেখিত গুণাবলী পরিপূর্ণ ঈমানী জিন্দেগীর বৈশিষ্ট এবং এ গুণাবলীর সমষ্টিকে ইবাদত বলা হয়। হাদীসে জিব্রাঈলে এ ইবাদতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইবাদত এবং জিন্দেগী দুটি পাশাপাশি শব্দ। জিন্দেগীর বা জীবন পরিচালনার সমস্ত কার্য ধর্মীয় হোক বা পার্থিব হোক প্রত্যেকটির একটি ভিন্ন অংশ আছে। একটি পরিপূর্ণতা থেকে কোন একটি অংশ বাদ গেলে যেমন তাকে পূর্ণতা বলা যায়না, তেমনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহপাকের ইবাদত করতে গিয়ে কোন একটি অংশের সাথে অসামঞ্জস্যতা এবং সম্পর্ক না রাখাকে পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন বলা যায়না।

সুতরাং ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর এই যে, সারাটা জীবন এভাবে কাটানো যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজে কর্মে যেন আল্লাহকে দেখবে। আর ঈমানের নিম্নস্তর এই যে, এভাবে জীবন যাপন করা যেন প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তাকে দেখছেন।

ঈমানের স্তর বিন্যাস নিম্নের হাদীস দ্বারা আরো স্পষ্ট, যাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ رَأَى مِنكُمْ مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَ ذَالِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন অশ্লীল কর্ম দেখলে তাকে হাত দ্বারা বাধা দাও বা ঠেকাও, যদি হাতে ঠেকানোর ক্ষমতা না রাখ মুখে তার প্রতিবাদ কর, আর প্রতিবাদ করার শক্তিও না থাকলে তাকে অন্তরে ঘৃণা কর, আর এ অন্তরে ঘৃণা করাটা হচ্ছে দুর্বল ঈমানের লক্ষণ।[১]

আলোচ্য হাদীসে পাকে ঈমানের স্তরকে উত্তমভাবে বিন্যাস করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৫৯ : ঈমানের সৌন্দর্য বা বৈশিষ্ট কি?

উত্তর : ঈমানের সৌন্দর্য বা বৈশিষ্ট হচ্ছে নিরাপত্তা এবং শান্তির জিম্মাদারী গ্রহণ করা। যে ব্যক্তি ঈমানদার হয় সে নিজেই নিরাপত্তা পায় বা নিরাপত্তার অধিকারী হয় এবং অন্যদের নিরাপত্তা বিধান করে। যেমন, হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَلْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ اَلنَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ.

[১] মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুল ঈমান, বাবু বয়ানি কওনিন্নাহী আনিল মুনকার মিনাল ঈমান, ১:৬৯, ক্রমিক : ৪৯

www.AmarIslam.com

অর্থ : মুমিন সে, যার নিকট অন্যের জান-মাল পরিপূর্ণ নিরাপদ।[১]

প্রশ্ন ৬০ : ঈমান বাড়তি ও ঘাটতি হয় কি :না?

উত্তর : হ্যাঁ, ঈমান কখনো বর্ধিত হয়, কখনো ঘাটতি হয়। মূলত ঈমান تصديق বা অন্তরের স্বীকৃতি এবং সত্তাকে সঠিক জানা ও পরিচয়ের অবস্থার ক্ষেত্রে কমবেশির স্তর বিন্যাস হয়। ভালো কাজ এবং তাকওয়া দ্বারা ঈমানের বৃদ্ধি ঘটে। মন্দ কাজ, ঝগড়াঝাটি এবং ফেতনা-ফাসাদের কারণে ঈমানের ঘাটতি হয়। সদা ভালো কাজ করলে ঈমান বর্ধিত হয়।

যেমন সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ ইরশাদ করেন,

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

অর্থ : এই সে ব্যক্তি, যাকে লোকেরা বলল, তোমাদের বিরোধী লোক তোমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হচ্ছে, তাদেরকে ভয় কর, একথা শুনে তাদের ঈমান আরো দ্বিগুণ হারে বেড়ে গেল এবং বলল, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ জিম্মাদার।[২]

এভাবে সুরায়ে আনফালে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾

[১] নাসায়ী, আস-সুনান, কিতাবুল ঈমান ওয়া শারাঈহি, ৮:৭৬, ক্রমিক : ৪৯৯৫

[২] আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:১৭৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থ : নিশ্চয় মুমিন তারা, যাদের সামনে আল্লাহ পাকের জিকির করা হলে তাদের অন্তর তার মহত্ত্ব ও আজমতের কারণে ভীতকম্পিত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে আয়াত পাঠ করা হয় তখন মাহবুবের মধুর কথায় তাদের ঈমান দ্বিগুণহারে বেড়ে যায় তারা একমাত্র আল্লাহর ওপরই ভরসা রাখে। তারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং আল্লাহর দেয়া সম্পদ এবং রিযিক থেকে খরচ করে, তারাই সত্যিকারের মুমিন, তাদের জন্য রয়েছে তাদের পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে বড় মর্যাদা এবং ক্ষমা এবং সর্বোৎকৃষ্টমানের রিযিক।[১]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই বলে অন্তরে এ স্বীকৃতি দেয়, এবং তাদের হৃদয়ে এক বিন্দু পরিমাণ ঈমান থাকে, তাদেরকে নিশ্চয় জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে। এবং যে ব্যক্তি শুধু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলল এবং এ কারণে তার হৃদয়ে একটি গমের দানার পরিমাণ ঈমান বাকী থাকল, তাকেও দোযখ থেকে বের করা হবে। যে ব্যক্তি বলল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং তার হৃদয়ে একটি কণা পরিমাণ ঈমান থাকল জান্নাতে দাখিল করা হবে। আর যে ব্যক্তি জীবনে একবার মাত্র কালমা পড়ল, তাকেও অবশেষে দোযখ থেকে বের করে জান্নাত দেয়া হবে।[২]

প্রশ্ন ৬১ : বর্তমান যুগে ঈমানের সংরক্ষণ কিভাবে সম্ভব?

উত্তর : যদি ঈমান ওয়ালারা নিম্নের তিনটি বিষয়ের ওপর দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহলে ঈমান সংরক্ষণ করা সম্ভব।

১. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক,
২. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্ক ও
৩. কুরআনের সাথে সম্পর্ক। এ ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেন,

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ ۗ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِىَ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾

অর্থ : তোমরা কিভাবে কুফরী করবে, তোমরা তো সেই ভাগ্যবানেরা, তোমাদের সামনে আল্লাহপাকের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, এবং

[১] আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল, ৮:২-৪
[২] বুখারী, আস-সাহীহ, যিয়াদাতুল ঈমান ওয়া নুকসানুহু, ১:২৪, ক্রমিক : ৪৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তোমাদের মাঝে আল্লাহর রাসুল নিজেই রয়েছেন এবং যে সমস্ত লোক আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে, তারা নিশ্চিত সরল সঠিক ও পূণ্য পন্থার দিশা পায়।[১]

আলোচ্য আয়াতে পাকে আহলে ইসলামকে হুশিয়ারী সংকেত দেয়া যাচ্ছে যে, যদি ঈমানের সংরক্ষণ করতে চাও ও গোমরাহী এবং কুফরী থেকে নাজাত পেতে চাও, তাহলে উক্ত অনুকরণীয় ও গ্রহণীয় বিষয়ের ওপর দৃঢ়তার সাথে অটল থাক। কেননা যদি ঈমানের এ তিনটি সম্পর্ক যথাযথ থাকে কোন অবস্থাতে ঈমানহারা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যদি একটির সাথেও সম্পর্ক ছিন্ন হয়, তখন ঈমান হারা হওয়ার আশঙ্কা খুবই প্রবল।

প্রশ্ন ৬২ : আল্লাহর সাথে সম্পর্ক কি?

উত্তর : আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মানে মুমিনবান্দার অন্তরে আল্লাহ প্রেম ছাড়া অন্য কারো ভালোবাসা না থাকা। কেননা যে অন্তরে আল্লাহ পাকের ভালোবাসা ছেয়ে গেছে, সে অন্তরে অন্য কারো ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। যদি আল্লাহ প্রেমের সৌভাগ্য নছিব হয়, এমতাবস্থায় পার্থিব ভালোবাসার যেমন স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবের প্রতি ভালোবাসা উক্ত মহান ভালোবাসায় অনুকরণীয় হয়ে যায়। আল্লাহ প্রেমযুক্ত ভালোবাসা নিষ্কণ্টক ও স্বচ্ছ। পার্থিব ভালোবাসার মধ্যে যা স্বচ্ছ ও উত্তম, আল্লাহ প্রেম মিশ্রিত ভালোবাসা গ্রহণীয় পার্থিব ভালোবাসাকে গ্রহণ করার সুযোগ দেয়, এবং অগ্রহণীয়কে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

যেমন হযরত আবুজর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

اِنَّ اَحَبَّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللهِ : اَلْحُبُّ فِى اللهِ وَ الْبُغْضُ فِى اللهِ.

অর্থ : আল্লাহর নিকট পছন্দের কাজ হচ্ছে, ভালোবাসাও আল্লাহর জন্য এবং শত্রুতাও আল্লাহর জন্য।[২]

অন্য এক হাদীসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَوْثَقُ عُرَى الْاِيْمَانِ الْحُبُّ فِى اللهِ وَالْبُغْضُ فِى اللهِ.

[১] আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:১০১
[২] ১. আহমাদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৫:১৪৬
২. তিয়ালসী, আল-মুসনাদ, ১০১, ক্রমিক : ৭৪৭
৩. দায়লমী, আল-ফিরদাওস বি-মাসূরিল খিতাব, ১:৩৫৫, ক্রমিক : ১৪২৯
৪. দায়লমী, আল-ফিরদাওস বি-মাসূরিল খিতাব, ২:১৫৫, ক্রমিক : ২৭২৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থ : ঈমান দৃঢ়তার নিদর্শন হচ্ছে ভালোবাসাও আল্লাহর জন্য এবং শত্রুতাও আল্লাহর জন্য।[১]

প্রশ্ন ৬৩ : রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্ক কি?

উত্তর : রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের জাত বা সত্তার সাথে নিবিড় সম্পর্ক রাখা এবং তাঁর নির্দেশাবলী এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা মনেপ্রাণে মানা এবং অনুসরণ করাকে প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্ক বা তা'আল্লুক বির-রাসুল বলে। যেমন আল্লাহপাক ইরশাদ করেন,

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾

অর্থ : যারা ঈমান আনবে এবং ভালো কাজ করবে এবং ওই কিতাবের ওপর বিশ্বাস রাখে যা মুহাম্মাদের ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, এটা তার রবের পক্ষ থেকে সত্য ও সঠিক।[২]

বর্তমান পরিস্থিতিতে আফসোস ও দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আমরা বড় গলায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বতের দাবী করি, কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসতে গিয়ে তাঁর যথাযথ কর্তব্যগুলো আমরা পালন করি না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্ক রাখার অর্থ এই যে, আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলামীতে নিজেকে এভাবে অবনত করব যে, এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ অনুসরণে নিজেকে এভাবে সম্পৃক্ত করব যে, তাতে পৃথিবীর কোন গোলামী স্থান করে নিতে পারবেনা। যারা পরিপূর্ণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলামীতে ও অনুসরণে নিজের জীবনকে সঁপে দিয়েছে, তারা পৃথিবীর যতো মিথ্যাবাদী, ওয়াদা খেলাপীর দুর্গকে তছনছ করে দেয় এবং সত্যের মশাল জ্বালে। এ ধরনের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেমিকদের রাসুল ছাড়া তাদের মন ভরে না। যদি আমরা এভাবে সত্যিকারের রাসুলের আনুগত্য করি, গোলাম খাদেম হই, তাহলে সমস্ত বাতিলের ওপর আমাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

[১] ১. ইবনে আবী শায়বা, আল-মুসান্নিফ, ৬:১৭০-৭২
২. ইবনে আবী শায়বা, আল-মুসান্নিফ, ৭:৮০, ক্রমিক : ৩৪৩৩৮
[২] আল-কুরআন, সূরা মুহাম্মদ, ৪৭:২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন ৬৪ : কুরআনের সাথে সম্পর্ক কি?

উত্তর : কুরআনের সাথে সম্পর্ক মানে, প্রশিক্ষণের উপযোগী একমাত্র কিতাব হিসেবে এবং জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন এবং কুরআনই জীবনাদর্শ হিসেবে উত্তম কিতাব এবং কুরআন অনুযায়ী আমল এবং আমলের প্রতিদান অবশ্যম্ভাবী জেনে দৃঢ় ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখা। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ﴿٨٩﴾

অর্থ : হে রাসুল, আমি আপনার ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যে কিতাব প্রত্যেক ব্যাপারে নিখুঁত বর্ণনা দান করে।[১]

আলোচ্য আয়াতে করিমা দ্বারা এটাই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যদি কালামুল্লাহর সাথে সত্যিকারের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কুরআন যথারীতি পড়ি এবং প্রয়োজনীয় গবেষণা করি, তখন কুরআনে পাকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান যথোপযুক্তভাবে আহরণ করলে পৃথিবীর যতবড় জ্ঞানী হোক, দার্শনিক বৈজ্ঞানিকের নিকট গিয়ে কিছু শেখা আর প্রয়োজন হবে না। দুনিয়ার সমস্ত বিবেক ও চিন্তাশীল কারুকার্য দর্শন এবং বেকারদের সংস্থান পদ্ধতিসহ যাবতীয় বিষয়ের সমাধান কুরআনে করীমে বিদ্যমান। শুধু প্রয়োজন কুরআনের নিরঙ্কুশ অনুসরণ; কুরআন যা মানতে বলেছে, তা বিনা জেরদরবারে মানা এবং যা নিষেধ করেছে তা আন্তরিকভাবে প্রত্যাখ্যান করা। যদি আমাদের জীবন চলার ধারা এভাবে গঠন হয় এবং কুরআনকে পাথেয় হিসেবে মানি, তাহলে কুরআনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন নিশ্চিত।

সুতরাং ঈমানের সাথে সম্পর্কিত এ তিনটি বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যতা থাকলেই ঈমান সংরক্ষণ করা সম্ভব।

প্রশ্ন ৬৫ : ঈমানের ওপর দৃঢ়তার নিদর্শন কি?

উত্তর : আল্লাহপাক তার বান্দাদের ঈমান দৃঢ়তার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার জন্য বিভিন্ন কায়দায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। তার আলোকপাত কুরআনে করিমের এ আয়াতগুলো দ্বারা হয়। যাতে ভিন্নভিন্ন পাঁচ ধরনের পরীক্ষা দ্বারা আল্লাহ পাক তার বান্দাদের ঈমানের অটলতার ওপর যাচাই করেছেন,

[১] আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল, ১৬:৮৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

অর্থ : আমি বিভিন্ন বিষয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবই। যেমন ভীতি প্রদর্শন করে, দুর্ভিক্ষ দিয়ে এবং ধনসম্পদ, নফস ও ফসলাদির ক্ষতি সাধন করে। অতঃপর হে আমার হাবিব! এমন বিপদে ধৈর্যধারণকারীদেরকে সুসংবাদ দিন।[১]

সুতরাং আলোচ্য আয়াতে করিমায় পাঁচ প্রকারের পরীক্ষার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এখানে ঈমানের ওপর অটল থাকার নিদর্শন এই যে, সাধারণের পরীক্ষায় যেন বান্দা ধৈর্য ধারণ করে, এবং কোন অবস্থাতেই মুসিবতের দাপটে ভ্রান্তপথ অবলম্বন না করে ঈমানের ওপর দৃঢ়তার সাথে অটল থেকে হৃদয় মনকে আল্লাহ পাকের দিকে একনিষ্ঠভাবে রুজু করে।

প্রশ্ন ৬৬ : ইস্তিকামত বা দৃঢ়তার প্রথম পরীক্ষা কী?

উত্তর : ইস্তিকামতের প্রথম পরীক্ষা হচ্ছে 'ভয়'। যা মানুষের জীবনের সাথে ছায়ার মত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মানুষের জীবনে নানাধরনের ভয়-ভীতি সঞ্চারিত হয়, উক্ত ভয়-ভীতির মধ্য দিয়ে মানুষের পুরা জীবন পরীক্ষা নিরীক্ষায় অতিবাহিত হয়। যেহেতু ভীতি মানুষের জীবনকে ঘিরে রেখেছে। যেমন কখনো মরে যাওয়ার ভীতি, কখনো সম্পদ হারা হওয়ার ভীতি, কখনো বাল-বাচ্চারা অবাধ্য হওয়ার ভীতি, তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভীতি এবং ইজ্জত সম্মান হেফাজত রাখার ভীতি। সুতরাং আল্লাহপাকের পরীক্ষা করার কারণ এই যে, সাধারণের ভীতিতে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক কতটুকু থাকে, এবং পরীক্ষার চূড়ান্ত মুহূর্তে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য থাকে কিনা এবং পুরোপুরী মানে কিনা তা যাচাই বাছাই করার জন্য। অতএব, সমস্ত ভীতির চূড়ান্তপর্বে আল্লাহর সাথে যথাযথ সম্পর্ক থাকলে এবং ঈমান নিয়ে অটল থাকলে পরীক্ষায় পাশ নিশ্চিত।

প্রশ্ন ৬৭ : ইস্তিকামাত বা দৃঢ়তার দ্বিতীয় পরীক্ষা কি?

উত্তর : দৃঢ়তার দ্বিতীয় পরীক্ষা হচ্ছে দুর্ভিক্ষ, অভাব, অনটন। অর্থ : মুমিনদেরকে আল্লাহপাক অভাব অনটন এবং চরম দারিদ্রের মধ্যে একদম

[১] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ৬:১৫৫

www.AmarIslam.com

অসহায়ের মতই পরীক্ষা করবেন। এমন চরম দারিদ্রের মধ্যে ফেলবেন যে, হাঁড়ভাঙ্গা কষ্ট করে ও এলোমেলো প্রচেষ্টার পরও জীবনের প্রয়োজন মেটাতে অপারগ হবে। আল্লাহ মাফ করুন, এটা এজন্য নয় যে, যে আল্লাহর নিকট মানুষের প্রয়োজনীয়তার জ্ঞান নেই, কিংবা সে বান্দার জন্য আল্লাহপাকের শত্রুতা আছে বরং এটা শুধু পরীক্ষার জন্যে যে, এমন কষ্টের মুহূর্তে সে আল্লাহর ওপর কিভাবে সম্পর্ক রাখে, কতটুকু ভরসা রাখে।

প্রশ্ন ৬৮ : ইস্তিকামাত বা দৃঢ়তার তৃতীয় পরীক্ষা কি?

উত্তর : দৃঢ়তার তৃতীয় পরীক্ষা হচ্ছে সম্পদের ক্ষতি করা। অর্থাৎ আল্লাহপাক মুমিনদেরকে সম্পদে ভরপুর করে উক্ত সম্পদ ভোগ করার ক্ষেত্রে বঞ্চিত করে পরীক্ষা করবেন। এর উদ্দেশ্য সে বিষয়টি সম্পর্কে পরীক্ষা করা যে, মাল-সম্পদে ভরপুর অবস্থা এবং দরিদ্রতার কষাঘাতে নিমজ্জিত অবস্থা, এ দু'অবস্থায় আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ ঈমানের অবস্থাটা কি হয় পরীক্ষার জন্য। যেন কখনো এমন না হয় যে সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার পর আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকার করে বাতিলের দিকে ঝুঁকে পড়ে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে।

প্রশ্ন ৬৯ : ইস্তিকামাত বা দৃঢ়তার চতুর্থ পরীক্ষা কি?

উত্তর : দৃঢ়তার চতুর্থ পরীক্ষা হচ্ছে জীবন নিয়ে। মুমিনদের আল্লাহপাক জীবন নিয়ে জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করবেন, জীবন পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে জীবন বরবাদ এবং মৃত্যুর মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে কিংবা জীবন বাঁচাতে কঠিন রোগে আক্রান্ত করে কিংবা সহ্যসীমার বাইরে কষ্টের মধ্যে রেখে পরীক্ষা করবেন এবং বলা হবে যে, মৃত্যুকে সামনে দেখে কি জীবন বাঁচানোর আশা করা নাকি আল্লাহপাকের সান্নিধ্যের আশা আছে। এভাবে জীবন বিসর্জন অবস্থাও পরীক্ষামূলক হবে।

প্রশ্ন ৭০ : ইস্তিকামাত বা দৃঢ়তার পঞ্চম পরীক্ষা কি?

উত্তর : দৃঢ়তার সর্বশেষ পরীক্ষা الثمرات দ্বারা সন্তান-সন্ততিকে বোঝায়। সন্তান-সন্ততির মাধ্যমেও মানুষদের নিকট থেকে পরীক্ষা নেয়া হবে। কখনো আল্লাহ পাক নিঃসন্তান করে পরীক্ষা করেন, কখনো সন্তান-সন্ততি দিয়ে পরীক্ষা করেন এ জন্য যে, সন্তান-সন্ততির ভালোবাসায় আল্লাহর ভালোবাসা ম্লান ও আল্লাহকে একদম ভুলে যায় কি-না। পরীক্ষার আরো বিভিন্ন পদ্ধতি আমাদের চোখের সামনে দিনের মত স্পষ্ট যে, কখনো আল্লাহ সন্তান দিয়ে এবং তা নিয়ে কখনো শুধু মেয়ে সন্তান দিয়ে আবার কখনো শুধু পুরুষ সন্তান দিয়ে আল্লাহ পাক পরীক্ষা করেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন ৭১ : ঈমানের শাখা দ্বারা কী বোঝায়?

উত্তর : ঈমানের শাখা উপশাখা বলতে মানুষের বিভিন্ন আমল বা কাজকে বুঝায়। মানুষের জীবনের কোন পর্যায়ে ভালো কাজ করার মানসিকতার শরয়ী নিয়ম কানুন নীতির সাথে সম্পর্ক রাখা যা নিজের দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করে এমতাবস্থায় যে আল্লাহপাকের নৈকট্য লাভ করে। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴿٦٩﴾

অর্থ : যারা আমাদের কাছে আসার চেষ্টা করে, আমরা তাদের সোজা রাস্তার সন্ধান দিই।[১]

প্রমাণিত হলো যে, কুরআনে করীমের উল্লিখিত আয়াতে প্রচেষ্টাকরীদের জন্য এমন বলা হয়েছে যে, তাদের একটি মাত্র রাস্তার সন্ধান দেব, বরং অনেক রাস্তার উল্লেখ আছে। যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জীবন চলার অসংখ্য পন্থা আছে তবে প্রত্যেক মানুষ নিজের জন্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটি পন্থা নির্দিষ্ট করে অবলম্বন করে।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

ঈমানের সত্তরেরও অধিক শাখা-উপশাখা আছে। যার মধ্যে উন্নত শাখা হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো এবং লজ্জাও ঈমানের শাখা। এই হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হলো যে, ঈমানের প্রত্যেক শাখা নিজ নিজ স্থানে যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে এবং ফলাফলের দিক দিয়ে প্রত্যেকটিই বরকতপূর্ণ এবং আল্লাহপাকের সান্নিধ্য লাভে প্রামাণ্য বাস্তবতা।[২]

প্রশ্ন ৭২ : আদাবে ঈমান বা ঈমানের মৌলিক শিষ্টাচার কয়টি ও কি কি?

উত্তর : ঈমানের মৌলিক শিষ্টাচার তিনটি, যা পালন করা মুমিনদের জন্য একান্তভাবে জরুরি :

১. ঈমানের প্রথম শিষ্টাচার হচ্ছে ইসলামের গণ্ডীভুক্ত হওয়ার পর জীবনকে একটি পরিপূর্ণ এবং এমন মনে করা যে জীবনের কোন একটি অপরটির থেকে পৃথক নয় বরং অংশ হয়ে আছে মাত্র। এ শিষ্টাচারটি এটাই বুঝায় যে ইসলামে প্রবেশ করার নয় জীবনকে এমন হতে না দেয়া যেন

[১] আল-কুরআন, সূরা আল-আনকাবূত, ২৯:৬৯

[২] মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুল ঈমান, ১:৬৩, ক্রমিক : ৫৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জীবনের একটি অংশ ঈমান এবং আরেকটি অংশ কুফরীর সাথে সম্পৃক্ত হয়। এমন ঈমান ও কুফরের সংমিশ্রণ অবস্থাকে কোরআনের পরিভাষায় মুনাফেক হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়।

২. ঈমানের দ্বিতীয় শিষ্টাচার হচ্ছে, আমরা যেন অজানাবশত : ও ঐ সমস্ত বিষয় ও বস্তুর পাশে যাব না, যাতে কুরআন ও হাদীসের সীমা নির্ধারিত আছে। এ শিষ্টাচারের চাওয়াটা হচ্ছে যে হালাল ও হারামের পার্থক্য জীবন পরিচালনায় এভাবে স্পষ্ট হওয়া উচিৎ যেন কুফরী ও মুনাফেকীর গন্ধও না থাকে এবং দুনিয়াবী জীবনের যাবতীয় কার্যক্রম এভাবে ইসলামী শিক্ষার আলোকে পরিচালিত হওয়া উচিত যেন প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে শরীয়তের সাথে কোন ধরনের বিরোধ এবং সন্দেহ সংশয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়।

৩. ঈমানের তৃতীয় শিষ্টাচার হচ্ছে ইসলামকে নিজের জীবনের নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করা, যার জন্য পুরো জীবন উৎসর্গ করতে কুরআন নির্দেশ দিয়েছে।

এই শিষ্টাচারটি এটাই বুঝায় যে, রাসুলপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হায়াতে তাইয়্যেবা এবং সীরতে মুবারাকার সৃষ্টি নন্দনকারী যাবতীয় কার্য এবং আদেশ (বিশ্বাস) বা ঈমানের উপযুক্ত মনে করে বিনা জের দরবারে গ্রহণ করা এবং যা কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী ও তা কুফরী মনে করে ছেড়ে দেয়ায় ঈমান এবং কুফরীর ক্ষেত্রে গ্রহণ এবং ছাড়ার মাপকাঠি নির্ধারণ জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে ঈমানের জন্য প্রযোজ্য শর্ত।

প্রশ্ন ৭৩ : বর্তমানে সাধারণত : মুসলিম উম্মাহ এবং বিশেষত যুবকরা ঈমানের প্রভাব থেকে বঞ্চিত কেন?

উত্তর : বর্তমান যুগে যুবকরা ঈমান থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণ হচ্ছে ঈমানে অর্থ হাকীকত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না থাকা, সার্বিকভাবে মুসলিম উম্মাহ ঈমানের সংরক্ষণ এবং ঈমানের চাওয়া ও শর্তকে পরিপূর্ণভাবে পূর্ণ না করা। তা ছাড়া ইসলামের শত্রুদের শক্তি এবং সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আগ্রাসন সাধারণ মুসলিম উম্মাহকে বিশেষ করে যুবকদেরকে ঈমানের রঙে রঙিন ও ঈমানের সঠিক প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, একটি গাছের দৃঢ়তা ও স্থায়ীত্ব বা দাঁড়িয়ে থাকার জন্য তার মূলের ওপর নির্ভরশীল। মূলই একটি গাছের জীবন এবং সুজলা সুফলা থাকার জন্য অপরিহার্য। যদি মূলের মধ্যে কোন ক্ষতি হয় তখন গাছটি মরতে শুরু করে এবং গাছটির শাখা-প্রশাখা ও ফলমূল যে অবস্থায় ছিল তা ধীরে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধীরে অকেজো হয়ে মাটিতে ঝুঁকে পড়বে। যদি গাছটির মূল শক্ত থাকে তখন ফল প্রদান করবে, এবং নিজ ও অন্যদের খোরাক এবং জীবন পরিচালনার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। গাছের ক্ষেত্রে যেমন মূলের ওপর নির্ভর করে এবং মূল ভালো থাকলে ফলমূল ভালো দেয় তেমনি ঈমানের ক্ষেত্রেও ঈমানের মৌলিকত্ব সম্পর্কে পরিপূর্ণ ওয়াকিফহাল হলে নিজের পার্থিব জীবনকে পাশ্চাত্যের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক সামাজিক ও সবধরনের আগ্রাসন থেকে নিরাপদ রাখা সম্ভব।

সুতরাং বর্তমান যুগে মুসলিম উম্মাহ ঈমানের ফল আহরণ এবং সার্বিকভাবে উন্নতি করতে চাইলে ঈমানের মূল ও মৌলিকত্বের ওপর ভিত্তিকরে ইসলামী শিক্ষার আলোকে নিজের জীবনকে পরিচালনা করা অপরিহার্য। অন্যথায় সমগ্র জাতিকে গোমরাহীর অতলতলে নিমজ্জিত হয়ে এবং করদ জাতি ও দাসত্বের শিকলে আবদ্ধ হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। আল্লাহ পাক বলেন,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴿١١﴾

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ সে জাতির কল্যাণ করে না, যে জাতি নিজের কল্যাণ নিজে পরিবর্তন করে না।[১]

প্রশ্ন ৭৪ : আদর্শিক আক্রমণ কি? তা হতে উত্তরণ কিভাবে সম্ভব?

উত্তর : আদর্শগত সভ্যতার আক্রমণ সাধারনত : সকল মানুষকে বিশেষ করে জাতির যুবকদেরকে ধর্মীয় এবং চিন্তাগত দিক দিয়ে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখার একমাত্র বাহন। এই আক্রমণ কু-চিন্তাশক্তি অপআদর্শিক সভ্যতার সাহায্যে উৎপত্তি হয়। ধর্মীয় নিয়মনীতিতে পরিচালনায় অনভ্যস্থ ব্যক্তি যখন কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পশ্চিমা দর্শন ও পশ্চিমা সভ্যতার ওপর বাদানুবাদ করে, তখন সে দ্বীন ইসলামের প্রশিক্ষণকে পাশ কাটিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার বুলি আওড়ায়। যার ফলাফল হয় যে, অদৃশ্যে বিশ্বাস, আখিরাত, নবুয়াত এবং রিসালত এর ব্যাপারে তার বিশ্বাস ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যায়। এভাবে ইসলামের কম জ্ঞানসম্পন্ন লোক ও যুবক শুধু কুরআন হাদীসের জ্ঞান-প্রশিক্ষণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়না, বরং ইসলামের যাবতীয় কাজকর্ম এবং সভ্যতা গ্রহণ করার অযোগ্য ও বাজে কাজ বলে মনে করে। এসব কিছু সভ্যতার আক্রমণের ফলাফল, যা ইসলামের শত্রুরা নব-কায়দায় ধীরে ধীরে

[১] আল-কুরআন, সূরা আর-রা'আদ, ১৩:১১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইসলামওয়ালাদের কাবু করার জন্য তাদের হৃদয়ের গভীরে পাশ্চাত্য সভ্যতার বীজবপন করছে।

সভ্যতার আদর্শিক দ্বন্দ্বের শিকার হওয়া থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে ইসলামের বর্ণনামূলক অনুমান এবং বিজ্ঞানভিত্তিক অনুমান শক্ত প্রমাণাদি দ্বারা উপস্থাপন করে জাতির যুবকদের হৃদয়ে এমনভাবে ঈমানী খুঁটি স্থাপন করতে হবে যে, চিন্তাগত, সভ্যতার দিক দিয়ে এবং প্রামাণ্য অনুসারে ইসলামের নিয়ম-নীতির চাইতে উন্নত নীতি বা জীবন বিধান পৃথিবীতে আর নেই। তাদের এটাই দিয়ে নতুন চিন্তা এবং নব্য সভ্যতা তার এবং শিকড় থেকে উৎপত্তি যেহেতু ইসলামী সভ্যতা ও চিন্তার মহানায়ক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনে হাকীমের মৌলিক ভিত্তি থেকে এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপত্তি করেছেন।

সুতরাং বর্তমান যুবসমাজকে শুধু ফতোয়ার জোরে দোযখের আগুনের ভয় দেখিয়ে ইসলামের দিকে আহ্বানের পরিবর্তে তাদের সামনে ঈমান এবং ইসলামের এমন সব যুক্তি উপস্থাপন করা, যার মাধ্যমে তারা জানতে সক্ষম হয় যে, সমস্ত নিয়ম-পদ্ধতি ও মাসআলার বর্ণনা কোরআন এবং সুন্নায় বিদ্যমান। যদি এটা করা হয়, তাহলে যুবসমাজের মৌলিক বিশ্বাস নড়বড়ে হওয়ার পরিবর্তে শক্ত থেকে আরো শক্তিশালী হবে। যেমন আল্লামা ইকবালের কথায় :

نہیں ہے ناامید اقبال اپنی کشت ویراں سے

ইকবাল কখনো হতাশ নয় নিজের বিরানা ক্ষেত থেকে

ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی

সামান্য শিশিরও যদি এই জমিতে পড়ে বড় উর্বরই হবে হে সাকি!

প্রশ্ন ৭৫ : সাংস্কৃতিক আক্রমণ বলতে কী বোঝায়? উত্তরনের উপায় কি?

উত্তর : পশ্চিমা সংস্কৃতি ও সভ্যতার বীজ বাষ্প যুবসমাজের হৃদয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে উক্ত সভ্যতার ওপর গড়ে তোলার ক্ষুরধার আক্রমণকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বা আক্রমণ বলে। যার দ্বারা যুবসমাজের জীবনযাপন এবং সামাজিক নিয়ম-নীতির ধরন পাল্টে যায়। চারিত্রিক, পারিবারিক, সামাজিক জীবন যাপনের ধরন ও নীতি নৈতিকতার এত অবক্ষয় ঘটে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার কারণে যুবসমাজ অশ্লীলতা উলঙ্গ ও বেহায়াপনায় নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংসের অতলগহ্বরে পতিত হয়। যার ফলে পরিস্থিতি দাঁড়ায় যে, যা দ্বারা সমাজের যুবতীরা তাদের বাপ-দাদা এবং মুরব্বীদের সামনে মাথা ঘুরিয়ে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কোন ধরনের পর্দা বা হেজাব ছাড়া বীরদর্পে হাঁটাহাঁটি করতে কোন ধরনের সংকোচবোধ করছেনা, লজ্জা শরম একদম চলে গেছে। এভাবে পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতি মানবীয় জীবনকে একদম ভয়ংকর করে তুলেছে। ফলে ইসলাম ঈমান ও শরীয়তের নিয়ম-নীতি আমাদের যুবসমাজের জীবন থেকে প্রায় বিদায়ের অপেক্ষায়, আমরা সবাই শুধু নাম মাত্র মুসলমান হিসেবে আছি। আল্লাম ইকবালের ভাষায় :

وضع میں تم نصاریٰ تو تمدن میں ہنود

یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود

অর্থ : নাছারার যত আকুতি-অনুকরণীয় সভ্যতা পশ্চিমা ও পাশ্চাত্যের এইবলে মুসলমান, যাকে দেখলে ইহুদীরাও লজ্জা পায়।

সুতরাং এ ধরনের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন- সর্বপ্রথম পর্যায়ে মুসলিম উম্মাহ এবং যুবসমাজকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সীরাত ও সুন্নাতের পরিপূর্ণ ভালোবাসা অন্তরের অন্তরস্থলে সৃষ্টি করা জরুরী এবং ইসলামী সংস্কৃতি সভ্যতা ও ধ্যান ধারণা এভাবে উপস্থাপন করা, যা তার চলার বাহন হতে পারে। যা দ্বারা এটাই প্রকাশ পায় যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবতার হিদায়াতের জন্য সবচাইতে উত্তম হাদিয়ে বরহক এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্তম নিদর্শন এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী ও পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের উত্তম আদর্শ এবং বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব, এ ধারণা যুবসমাজের হৃদয়ে স্পষ্ট করতে হবে। বর্তমানে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে নতুন প্রজন্মকে ইসলামের নিয়ম-নীতি এবং সভ্যতা সংস্কৃতি তুলে ধরা প্রয়োজন। আজকাল ইসলামী ধ্যান ধারণাকে দুর্বল করার জন্য ইসলামের শত্রুরা নীরবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় পিতা মাতার উচিত, শিশুকালে নিজেদের ছেলেমেয়েদেরকে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং ইসলামী ধ্যান-ধারণার ওপর গড়ে তোলা। যেমন প্রত্যেক জিনিসের একটি সময় আছে, লৌহ যখন গরম থাকে, ইচ্ছে অনুপাতে মুড়িয়ে যে কোন বস্তু তৈরি করা যায়, কিন্তু যখন লোহা ঠাণ্ডা হয়ে যায় তখন তাকে পরিবর্তন করা কোন অবস্থাতে সম্ভব হবেনা। ঠিক সেভাবে ছেলেদেরকে শিশুকালেই ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর গড়ে তুলতে হবে। অন্যথায় পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর গড়ে উঠা জীবনকে ফেরানো দায়। এজন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে- আলেম ওলামাদের মসজিদের সম্মানিত ইমামদের সাহিত্যিক গায়ক এবং

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

লেখকদের এবং কলমিসৈনিকদের। তাদের নিজেদের বক্তব্য লিখনীতে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে জীবন চলার উন্নত নিদর্শন হিসেবে তুলে ধরতে হবে এবং যুবসমাজকে আকৃষ্ট করতে হবে।

যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

অর্থ : তোমরা প্রত্যেকে প্রজা এবং প্রত্যেককে প্রজাদারিত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে।[১]

প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার গণ্ডির ভেতরে থেকে জবাবদেহী করতে হবে। পারিবারিক অভিভাবককে পারিবারিক গণ্ডির ভেতর থেকে প্রশ্ন করা হবে। যদি কোন ব্যক্তি মহল্লা, শহর এবং এলাকার দায়িত্বশীল বা অভিভাবক হন তাকে তার দায়িত্বের ভেতর থেকে জিজ্ঞাসা করা হবে। এভাবে প্রত্যেক মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হবে। সুতরাং প্রয়োজন যে, ব্যক্তি পরিবার থেকে ধরে সর্বক্ষেত্রে পশ্চিমা সভ্যতাকে ধুলিস্যাৎ করে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে জীবন গড়ে তোলা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরিচালনা করা।

প্রশ্ন ৭৬ : মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তিগত হামলা থেকে উত্তরনের উপায় কি?

উত্তর : বর্তমান যুগে সবচাইতে ভয়ংকর আক্রমণ হচ্ছে ব্যক্তিক পন্থাসমূহের মাধ্যমে আক্রমণ। যুবসমাজ ব্যক্তিপূজার ঘৃণিত নেশায় নিমজ্জিত। বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রে মদ্যপান এবং বাজে ও অনৈতিক আড্ডা সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। হোটেল এবং মিনি সিনেমা ছাড়াও প্রত্যেক ঘরে ঘরে অশ্লীল ছায়াছবি সাধারণ মানুষকে নগ্নতার শেষ সীমানায় নিয়ে যাচ্ছে। মিডিয়া (কেবল, ইন্টারনেট এবং নাইটক্লাব) দ্বারা অশ্লীল ও নগ্ন ছায়াছবির মাধ্যমে ঘরে ঘরে পুরুষ ও মহিলারা ইজ্জত ও শরমকে উপেক্ষা করে নগ্নতায় দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং এহেন মনস্তাত্বিক আক্রমণ ঈমানের মৌলিক ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দিচ্ছে। যার ফলে যুবসমাজ অসম্ভব বেয়াদব দুশ্চরিত্র সম্পন্ন হচ্ছে। এ কারণে মুসলিম উম্মাহর হচ্ছে ধীরে ধীরে পতন। এবং ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে ঘৃণ্যতার শিকার হয়ে চিন্তাশক্তির দিক দিয়ে ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ।

---

[১] বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুন নিকাহ, ৫:১৯৮৮, ক্রমিক : ৪৮৯৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যখন যুবসমাজ মনস্তাত্ত্বিক আক্রমণের শিকার হয়, তখন ওয়াজ এবং কিতাব পড়ায় উত্তরণ হয়না। যেহেতু কিতাব তো শুধু নিদর্শন ভিত্তিক আলোচনা করে। কিন্তু যখন গোলামীর জিঞ্জির এবং ব্যক্তি পুজার প্রবৃত্তি মানসিকতা হৃদয়ের সবটুকু দখল করে নেয়। সে ক্ষেত্রে কিতাব এবং ওয়াজ নছিহত অন্তরে প্রভাব ফেলবেনা। যখন অন্তরে প্রশান্তি না থাকে এবং মনোপ্রাণ বিচলিত হয়, তখন নামাজ রোজা এবং আল্লাহর যিকির আযকারে হৃদয় বসে না। এমতাবস্থায় এহেন মনস্তাত্ত্বিক আক্রমণের অভিশাপ থেকে উত্তরণের একমাত্র পন্থা হচ্ছে আল্লাহ এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রাখা, যা সুফিবাদ এবং নেক্কারদের সংমিশ্রণে সম্ভব। যেহেতু আওলিয়ায়ে কেরাম এবং ছুফি ছালেহীনদের নিয়ম-নীতি ও তাবলীগে দ্বীন সাধারণ আলেমদের চাইতে ভিন্ন। তাঁরা নিকটে আসা ব্যক্তিদেরকে প্রথম দিন থেকে কোন বোঝা চাপিয়ে দেননা এবং এটা কর এবং ওটা করো না এধরনের কোন সূচী এবং প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন কিতাবে মোতালেয়া করার বোঝা তুলে দেননা। বরং এমন একটি জাদু বয়ান দেন। এতে তার হৃদয়ে অস্বস্তি সৃষ্টি হয়ে যায় এবং অন্তর স্বেচ্ছায় আল্লাহর দিকে ঝুকে পড়ে, এবং ঈমানের আলো দেখতে পায়। যখন ঈমানের মত অমূল্য সম্পদ অন্তরে জায়গা করে নেয়, তখন স্বভাব ধীরে ধীরে ইসলামের দিকে ঝুকে পড়ে। এবং আস্তে আস্তে তাকে শরীয়তের মাছায়েল এবং নির্দেশাবলীর জ্ঞানদান এবং তাতে আমল করার জন্য বলা যাবে। সুতরাং বর্তমান যুগে এভাবে যদি অধঃপতিত লোকদের পুনরায় আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে মরা অন্তরকে জীবিত করা হয়, তাহলেই মুসলিম উম্মাহ হারিয়ে বসা দ্বীন ও ইসলাম পুনঃজাগরণে জাগরিত হয়ে ইসলামের সংরক্ষণ ও দ্বীনদার হিসেবে গঠিত হবে।

প্রশ্ন ৭৭ : ঈমানের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পর্ক রাখার গুরুত্ব কি?

উত্তর : ঈমান নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সম্পর্ক রাখার নাম। যদি এ সম্পর্ক পতিষ্ঠা না হয়, তাহলে ঈমানকে সে সঠিকভাবে বোঝেনি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সে সময় পর্যন্ত নিজেকে মুমিন দাবি করতে পারবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট তার পিতা-মাতা, স্ত্রী, পুত্র-পরিজন এবং সমস্ত লোকদের চাইতে আমি সবচাইতে বেশি প্রিয় না হই।[১]

[১] বুখারী, আস-সাহীহ, হুব্বুর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ১:১৪, ক্রমিক : ১৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এই পবিত্র হাদীস ওই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে যে, ঈমানের মাপকাঠি এটা ছাড়া. অন্য কিছু নয়। দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যবর্তী যত জিনিস আছে, সবকিছুর মোহাব্বত থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোহাব্বত বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এমন গুণের অধিকারী হওয়া না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত নামমাত্র মুসলমান হওয়া যায়, মুমিন হওয়া যায়না।

এক সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে ফারুকে আজম বসাছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে ওমর! আমার ওপর তোমার কতটুকু ভালোবাসা আছে? হযরত ওমর বললেন, হুজুর! আমার কাছে আপনার ভালোবাসাই সব থেকে বেশি। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় যে, ছেলে সন্তানদের মুহাব্বত আপনার মুহাব্বতের চাইতে খানেকটা বেশি। হুজুর বললেন, হে ওমর! যদি কথা বাস্তব হয়, তাহলে তোমার ঈমান এখনো পরিপূর্ণ নয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফরমান জারী করার পর হযরত ওমর (রা.)-এর অন্তরের বাসনা পাল্টে যায় এবং হযরত ওমরের অন্তরে অন্য সকল ভালোবাসার চাইতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা প্রধান্য পায়। তিনি অনায়াসে বলে উঠলেন, আল্লাহপাকের শপথ! আপনি নবীর ভালোবাসা আমার নিকট আমার প্রাণের চেয়েও বেশি। আর মরণ পর্যন্ত কখনো কমবে না। হযরত ওমরের এ কথা শুনে ওমরের হাত ধরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এখন তোমার ঈমান পূর্ণাতা পেল।[১]

এটা দ্বারা এ কথা স্পষ্ট যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাহাবীদের নিকট প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব একই। তাদের হৃদয়ে কোন ধরনের মুনাফেকীর স্থান ছিল না। এ জন্যেই হযরত ওমর অন্তরের কথা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অকপটে বলে দিলেন।

প্রশ্ন ৭৮ : সাহাবায়ে কেরামের কোন আমলসমূহ তাদেরকে ঈমানের পূর্ণতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শিখরে সমাসীন করে?

উত্তর : সাহাবায়ে কেরামের কোন কাজ বা কার্যাদি এমন নির্দিষ্ট ছিল না যে, যার ফলে তারা সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে সমাসীন হন, বরং তাঁদের যাবতীয় কার্যাদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতে নববীর সংস্পর্শেই গড়া ছিল। ফলে সাহাবীগণ কিয়ামত পর্যন্ত আগত-অনাগত সকলের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ বা হিদায়ত অবলম্বনের উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী হওয়ার সম্মান

[১] বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল ঈমান, ২:২৪৪৫, ক্রমিক : ৬২৫৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাঁদেরকে বিশ্বজাহানের সমস্ত মানুষ থেকে আলাদা করে দিয়েছে। এটা সে কথারই ইঙ্গিত বহন করে যে, সাহাবীগণ তাঁরা তাঁদের সম্পূর্ণ ইজ্জত আরজ রাসুলে মকবুলের জন্য উৎসর্গ করে দেন।

কুরআন নিজে রাসুলের সান্নিধ্য পাওয়া সাহবীদের ব্যাপারে এ ঘোষণা দেন যে, আল্লাহপাক ইরশাদ করেন,

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ﴿٢٩﴾

অর্থ : মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত রাসুল। তাঁর সাথীরা কাফিরদের জন্য ছিলেন অত্যন্ত কঠিন এবং তারা একে অপরের জন্য ছিলেন একদম রহমওয়ালা নরম দিল। তোমরা তাঁদেরকে রুকু এবং সেজদা অবস্থায় দেখবে তাঁরা আল্লাহপাকের নিকট করুণা এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করেন।[১]

প্রশ্ন ৭৯ : মুসলমানের জন্য প্রথম কোনটি, কি ঈমান না আমল?

উত্তর : ঈমান প্রথম, তারপর আমল। তার উদাহরণ এভাবে দেওয়া যায়, একটি প্রতিষ্ঠিত বৃক্ষ হওয়ার জন্য যেমন শক্ত মূলের প্রয়োজন, তেমনি ঈমান ছাড়া আমল মূল্যহীন। ঈমান না থাকলে আমল গ্রহণযোগ্য হয়না। ভালো কাজ হচ্ছে রূহানী ও আধ্যাত্মিক খোরাক। যদি ভালো কাজগুলো ঈমানের সাথে সংমিশ্রিত না হয়, তখন সে ভালো কাজ করার পরও কাফির অবস্থায় থাকবে। যেমন কুরআনে করীমে ইরশাদে বারী তাআলা :

أُولَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾

অর্থ : তারা সে সমস্ত লোক, যারা তাদের রবের নিদর্শনসমূহ এবং তার সাক্ষাত হওয়াকে অস্বীকার করেছে, তাদের দুনিয়ার সমস্ত কার্য বরবাদ, তাদের জন্য সে ভালো কাজের বিনিময়ে কোন মাপকাঠি খাড়া করা হবেনা।[২]

[১] আল-কুরআন, সূরা আল-ফাতহ, ২৮:২৯
[২] আল-কুরআন, সূরা আল-ফাতহ, ২৮:২৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কুরআনে করীমে এ আয়াত আমলের বিপরীতে ঈমানের ফওকিয়তকে বুঝায়। ঈমানহীন ব্যক্তি আখিরাতে চিরক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকবে। আয়াতে কুরআন তাই প্রমাণ করে।

প্রশ্ন ৮০ : ঈমানে শারীরিক আমলের গুরুত্ব কি?

উত্তর : প্রকৃত ঈমান শুধু আন্তরিক বিশ্বাসকে বলে। শারিরীক আমল মূলত ঈমানের কোনো অংশ নয়, বরং পরিপূর্ণ ঈমানাদার হওয়ার জন্য শর্ত। কিন্তু সে সমস্ত কাজ, যা ঈমানের জন্য ক্ষতিকারক, সে আমলকারীকে কাফির বলা যাবে। যেমন- ভূত-প্রেত, চাঁদ-সূর্য ইত্যাদিকে সেজদা করা। এভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসহ কোনো নবী, কুরআনে করীম, কাবায়ে মু'আজ্জমা এবং রাসুলের কোনা সুন্নাতকে অসম্মান করা নিঃসন্দেহে কুফরী। কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে যদি এমন কার্য সম্পাদিত হয়, তাকে পুনরায় ঈমান আনা এবং বিবাহিত হলে পুনরায় বিবাহ কার্য সম্পাদনের জন্য আদেশ দেয়া হবে।

প্রশ্ন ৮১ : মুমিন কাকে বলে?

উত্তর : যার মধ্যে ঈমানের গুণাগুণ বিদ্যমান তাকে মুমিন বলে। তার অন্তর এবং অন্তরের অন্তঃস্থল আল্লাহর দিকে এভাবে ঝুঁকে যাবে যে, তার অন্তরে আল্লাহ এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পর্ক এমনভাবে গভীর হবে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ও সন্দেহের অবকাশও হৃদয়ে থাকবেনা।

প্রশ্ন ৮২ : মুমিন কয় প্রকার কী কী?

উত্তর : মুমিন দুই প্রকার : ১. মুমিনে ছালেহ ও ২. মুমিনে ফাসেক।

মুমিনে ছালেহ বলে যারা মুখে ঈমানের স্বীকৃতি এবং অন্তরে তার সত্যতার পাশাপাশি শরীয়তের হুকুম-আহকামের পরিপূর্ণ অনুসরণ এবং আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করে যার আমল শরীয়তের আদেশ নিষেধের বিরোধী না হয়।

মুমিনে ফাসেক বলে যারা শরীয়তের হুকুম-আহকামকে স্বীকার করে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে শরিয়াতের হুকুমের বিরোধী কাজ করে। যেমন– অনেক মুসলমান নামাজ-রোজাকে ফরজ জানে কিন্তু তা আদায় করেনা এ ধরনের মুমিনকে ফাসেক বলা হয়।

প্রশ্ন ৮৩ : হাদীস অনুযায়ী মুমিনের গুণাবলী কী?

উত্তর : মুমিনের গুণাবলী যা বিভিন্ন হাদীস থেকে সংগৃহীত, নিম্নে বর্ণনা দেয়া গেল :

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১. মুমিন তাকে বলে, যার কাছে অন্য মুমিনের জান ও মাল একদম নিরাপদ।[১]

২. মুমিন একে অপরের ভাই, কোন মুমিনের জন্য বৈধ নয় অপরজনের ক্রয়কৃত জিনিস ক্রয় করা, দ্বিতীয় কোন মুমিন ব্যক্তির ব্যবসার ওপর ব্যবসা করা, কিন্তু স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলে অসুবিধা নেই।[২]

৩. ঈমানের বর্ণনা অনুযায়ী পরিপূর্ণ মুমিন সে, যার চরিত্র সবথেকে বেশি উন্নত।[৩]

৪. একজন মুমিনের ওপর অপর মুমিনের সাতপ্রকারের অধিকার আছে। যা আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত করা হয়।
(ক) কোনো মুমিনেকে দেখলে যথাযোগ্য ইজ্জত ও সম্মান করা।
(খ) অন্তরে অপর মুমিনের জন্য হৃদ্যতা ও ভালোবাসা থাকা।
(গ) নিজের সম্পদ থেকে অংশ দেয়া।
(ঘ) কোন মুমিনের গীবত বা অপবাদ না দেওয়া বা না করা।
(ঙ) অসুস্থ হলে দেখাশুনা করা ও সেবা শুশ্রুষা করা।
(চ) মৃত্যুর পর জানাযায় উপস্থিত বা শরীক হওয়া।
(ছ) মৃত্যুর পর মৃত মুমিনের ভালো কাজসমূহের আলোকপাত করা।[৪]

৫. সত্যিকার মুমিন সেই লোক, যিনি ফকীরদের মধ্যে সম্পদ ব্যয় করেন আর মানুষের সাথে ন্যায়ানুগ আচরণ করে।[৫]

৬. এক মুমিন অপর মুমিনের আয়নাস্বরূপ, কোন মুমিন ব্যক্তির কোন দোষ পরিলক্ষিত হলে তা শুধরিয়ে দেয়া।[৬]

৭. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, শপথ সেই সত্তার! যার নিকট আমার জীবন, কোনো মুমিনকে হত্যা করা আল্লাহর নিকট পৃথিবী ধ্বংস করার চাইতেও বড় অপরাধ।

৮. একজন মুমিন একটি দলের মতো।[৭]

মুমিনদের যে সমস্ত গুণ হাদীসের আলোকে বর্ণনা করা হয়েছে, তার মূল কথা এই যে, মুমিন একে অপরের ভাই। তারা একে অপরের সাথে মিলেমিশে

[১] নাসায়ী, আস-সুনান, ২:২৩০
[২] মুসলিম, আস-সাহীহ, ১:৪৫৪১
[৩] খতীবে তবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ : ৪৩৩
[৪] ইবনে বাবুবিয়া, মিহাজুস সালিহীন : ৯০ থেকে উদ্ধৃত
[৫] তাহাবী, মিহাজুস সালিহীন : ৯১ থেকে উদ্ধৃত
[৬] বুখারী, মিহাজুস সালিহীন : ৯০ থেকে উদ্ধৃত
[৭] নাসায়ী, আস-সুনান, ২:১৪৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

থাকবে, তারা অপরের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করবে এবং অপরের খুশীতে নিজের খুশী মনে করবে। তারা অপবাদ, দোষ এবং জীবন যাপনের ক্ষেত্রে খারাপকাজ থেকে নিজে বিরত থাকবে এবং অপরকে বিরত রাখবে।

প্রশ্ন ৮৪ : আল্লাহপাক মুমিনগণকে ঈমানের কোন স্তরে ভূষিত করবেন?

উত্তর : সে সমস্ত মুমিন যারা আল্লাহ এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সত্যিকার ঈমান আনে, ঈমানের সমস্ত চাওয়া হক অনুযায়ী পূরণ করে এবং ঈমানের ওপর অটল থাকে, তাকে আল্লাহপাক শুধু সত্যবাদী হিসেবে ভূষিত করবেন তা নয়, বরং তাকে কোনো ধরনের গর্দান কাটা ছাড়া শাহাদতের মর্যাদা দান করবেন। কেননা তিনি ঈমানের সর্বোচ্চ শিখরে সমাসীন হয়ে আল্লাহপাকের সত্যতা স্বীকারকারী এবং আল্লাহর জন্য সর্বক্ষেত্রে উত্তম সাক্ষ্যদাতা হিসেবে নিজেকে গঠন করেন,

أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴿١٩﴾

অর্থ : তাদের রবের নিকট তারা সত্যবাদী এবং সাক্ষ্য দানকারী, তাদের জন্য উন্নতমানের বিশেষ বিশেষ প্রতিদান রয়েছে এবং রয়েছে নূর।[১]

যারা মুত্তাকী এবং রাসুলের ওপর পরিপূর্ণ ভালোবাসা রয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ পাক দুই অংশে রহমত করবেন এবং তাদেরকে আল্লাহপাক এমন আলোতে উজ্জ্বল করবেন যা শুধু হিদায়াতের ফোকাস বিলাবে, গোমরাহী ধারে কাছেও আসতে পারবেনা। আর কিয়ামতের দিন সেই আলো তাদের সামনে পিছনে ডানে বায়ে শুধু আলো বিলাবে যে আলোতে তারা নির্বিঘ্নে চলাফেরা করবে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ﴿٢٨﴾

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাকওয়ার পন্থা অবলম্বন কর এবং তার রাসুলের ওপর পরিপূর্ণ ঈমান আন, তখন তোমাদেরকে আল্লাহর রহমতের

[১] আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ, ৫৭:১৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দুটি অংশ দেয়া হবে এবং তোমাদেরকে এমন আলোর অধিকারী করা হবে যে আলোতে তোমরা কিয়ামতের দিন নির্বিঘ্নে পথ চলবে।[১]

প্রশ্ন ৮৫ :যদি কোন ব্যক্তি জীবন বাঁচাতে বাধ্য হয়ে কুফর বাক্য বলে, তার ঈমান চলে যাবে কি-না?

উত্তর : না, ঈমান চলে যাবেনা। যদি কোন ব্যক্তিকে জীবন বাঁচাতে বাধ্য হয়ে কুফর বাক্য বলে তার ঈমান চলে যাবে না। আল্লাহর নিকট থেকে তার জন্য রুখছাত আছে। কেননা সে জান বাঁচানোর জন্য ভয়ে বাধ্য হয়ে কুফুর বাক্য উচ্চারণ করেছে, অথচ তার হৃদয়ে ঈমান অটল আছে। এ ব্যাপারে কুরআনে করীমে সিদ্ধান্ত আছে যে :

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦

অর্থ : যারা ঈমান আনার কুফরী করে, যদি কেউ জবরদস্তিমূলক জীবনের দায়ে কুফরী কালাম করে থাকে অথচ তার অন্তরে ঈমান অটল থাকে, তখন সে কাফির হয়না, কিন্তু যে স্বেচ্ছায় বুঝে খোলা অন্তরে কুফরী ইখতিয়ার করে তাদের উপরে আল্লাহর গজব কঠিন শাস্তির বিধান আছে।[২]

প্রশ্ন ৮৬ : মুনাফেক কাকে বলে?

উত্তর : যারা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের মৌখিক স্বীকৃতি প্রকাশ করে, কিন্তু অন্তরে তা মোটেও মানেনা, তাদেরকে মুনাফেক বলা হয়।

প্রশ্ন ৮৭ : মুনাফেকীর নিদর্শন কি?

উত্তর : মুনাফেকী এমন কাজকে বলে, যাদের কথা ও কাজে মিল নেই, স্ববিরোধী। যাদের প্রকাশ্যে কথা এক ধরনের এবং অন্তরের ভিতরে উদ্দেশ্য তার সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটি আরেকটির একেবারে উল্টো। আল্লাহপাক সুরায়ে বাকারার ৮ থেকে ২০ পর্যন্ত আয়াতে একাধারে মুনাফেকীর নিদর্শন বর্ণনা

[১] আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ, ৫৭:২৮
[২] আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল, ১৬:১০৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করেছেন। আল্লাহ কুরআনে করীমে মুনাফিকের নিদর্শনগুলি সুস্পষ্টভাবে এই জন্য আলোকপাত করেন যে, যেন প্রত্যেক ব্যক্তি মুনাফেকীর অবস্থা এবং কার্যাবলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখে এবং কোরআনের আলোকে মুনাফেকীর নিদর্শনসমূহ চিহ্নিত করে নিজেকে শুধরিয়ে নিয়ে সঠিক পন্থায় পরিচালিত হওয়ার প্রচেষ্টা চালায়। মুনাফিকদের নিদর্শনসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. মুখের ঈমানের দাবী রাখা, কিন্তু অন্তরে তার সত্যতার বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস না করা।
২. শুধু তাওহীদ এবং আখিরাতের ওপর বিশ্বাসকে যথেষ্ট মনে করা, রিসালতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর বিশ্বাসকে এতটুকু গুরুত্ববহ মনে না করা।
৩. ধোঁকা দেয়া।
৪. এটা মনে করা যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মুনাফেকী সম্পর্কে অনবহিত।
৫. এটা মনে করা যে, অন্যায় ধোঁকাবাজি ও চালাকি করে আমরা অন্যকে প্রতারিত করে সফলকাম হয়েছি।
৬. অন্তর রোগাক্রান্ত হয়ে যাওয়া।
৭. মিথ্যা বলা।
৮. পরিশুদ্ধির অন্তরালে ফাসাদময় কর্মকাণ্ড পরিচালনার পরও নিজেকে সত্য বলে জানা।
৯. অন্যদেরকে বোকা ও নিজেকে চালাক ও জ্ঞানী মনে করা।
১০. মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশকে ভ্রান্ত মনে করা।
১১. ইজমায়ে উম্মতের এবং অধিকাংশের গৃহীত মতামতের আনুগত্য না করা।
১২. কথায়-কাজে এবং অন্তরে-মুখে ঠিক না থাকা।
১৩. আহলে হকের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তের কর্মসূচি তৈরি করা।
১৪. মুসলমানদেরকে দুর্বল ভেবে তাদের বিরুদ্ধে গীবত ষড়যন্ত্রসহ ঠাট্টা বিদ্রুপ করা।
১৫. বাতিলকে হকের ওপর প্রধান্য দেয়া।
১৬. সত্যের আলো দেখেও তা থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া।
১৭. সংকীর্ণতা ও শত্রুতাবশত আহলে হকের বিরুদ্ধে এমন মনোভাব গ্রহণ করা যে, হকের কথা শোনা, হকের কথা না বলা এবং হকের কথা না দেখার ব্যবস্থা করা।
১৮. আহলে হকের সফলাতয় হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৯. ফায়েদা হাসিলের জন্য আহলে হকের সঙ্গে থাকা এবং বিপদের সময় পৃথক হয়ে যাওয়া।

২০. হক জানা সত্ত্বেও কোন মামলায় সত্য কথা না বলা, বলতে হবে বলে ব্যস্ততা দেখানো।

প্রশ্ন ৮৮ : মুমিন, মুসলমান ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : মুমিন হওয়ার জন্য প্রয়োজন মুখে কলিমার স্বীকৃতি এবং অন্তরে তার পরিপূর্ণ সত্যতা স্বীকার করা, আর মুসলমান আহকামে শরিয়তের নির্দেশাবলীকে বাস্তবে রূপায়িত করা বা কাজে পরিণত করা এবং পরিপূর্ণভাবে আনুগত্যের মস্তক অবনত করা। আর মুনাফেক হচ্ছে কথায় কাজে মিল না থাকা বরং সম্পূর্ণ উল্টো হওয়া।

সুতরাং স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে আনুগত্যের মস্তক অবনত করেছে তারা মুসলিম, আর যারা অন্তরের অন্তস্থল থেকে কলব ও বাতিন পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্যে ঝুঁকে পড়ে তারা মুমিন। আর যারা মুখে শুধু আল্লাহর স্বীকার করে অন্তরে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না তারা মুনাফিক।

প্রশ্ন ৮৯ : মুরতাদ কাকে বলে?

উত্তর : ইসলাম গ্রহণ করে পরবর্তীত কুফরী করে এবং শেষ পর্যন্ত কুফরীর ওপর অটল থাকে, তাদেরকে মুরতাদ বলা হয়।

প্রশ্ন ৯০ : কাফির কাকে বলে?

উত্তর : যারা আল্লাহপাকের একত্ববাদকে স্বীকার করে না এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালতকেও মানে না তাদেরকে কাফির বলে।

প্রশ্ন ৯১ : বে-ঈমান লোক ভালো কাজ করলে তারা কি দুনিয়ার ও আখিরাতে ভালো কাজের পুরস্কার পাবে?

উত্তর : যারা বে-ঈমান, তাদের ব্যাপার আল্লাহপাক কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন,

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَٰلُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِى يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا۟ عَلَىٰ شَىْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلْبَعِيدُ ﴿١٨﴾

অর্থ : যারা স্বীয় পালনকর্তার সত্তার অবিশ্বাসী তাদের অবস্থা এই যে, তাদের কর্মসমূহ ছাইভস্মের মতো যার ওপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে যায় ধূলিঝড়ের দিন। তাদের উপার্জনের কোনো অংশই তাদের করতলগত হবে না। এটাই দূরবর্তী পথভ্রষ্টতা।[১]

প্রশ্ন ৯২ : কাদের ঈমানকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদম আশ্চর্য ও উন্নত ঈমান স্বীকৃতি দেন?

উত্তর : সে সমস্ত সৌভাগ্যবান যারা রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৌন্দর্য সীরাত চরিত্রকে কোন আড়ালবিহীন সকাল সন্ধ্যা অবলোকন করছে, এবং যাদের দু'চোখ সারাক্ষণ রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম সান্নিধ্য পেয়ে ঠান্ডা হচ্ছে। তারা সবকিছু স্বচক্ষে অবলোকন করে আল্লাহ রাসুলের গুণাবলী যেমন দয়াবান, মেহেরবান, সুন্দর ও চরিত্রবান হিসেবে ব্যক্তকারী হলে এটা বড় কোন কথা নয়। কিন্তু এক পর্যায়ে বড় কথা যে, অনেক লোক হিংসা বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে ক্ষীণ অন্তরে আল্লাহ রাসুলের এতো নিদর্শনাবলী চোখের সামনের ভাসমান দেখে বহতা সাগর ও জোয়ার-ভাটা এবং উদীয়মান সূর্য দেখেও উলুহিয়াত ও রোসালকে অস্বীকার করেছে। তাদের তুলনায় এটা বড় ব্যাপার। রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম অনুসারী ও গোলাম যারা রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম সাক্ষাত না পেয়ে, না দেখে তাঁকে নিজের কাছে প্রিয় মাহবুব এবং শেষ ঠিকানা হিসেবে গ্রহণ করল এবং তার ওপর ঈমান আনল এবং নিজের কাছে রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনাগুলোকে প্রাণের চেয়েও প্রিয় মানল, এটা শুধু বড় কথাই নয় বরং ঈমানের সবচাইতে আশ্চর্যজনক এবং উন্নত ও শ্রেষ্ঠ। যেমন নিম্নের হাদীসে মুবারাকায় ঈমানের আশ্চর্যজনক অধ্যায় সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের কাছে সবচাইতে উন্নত ঈমানের ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন যে, কোন ব্যক্তি ঈমানের ব্যাপারে সবচাইতে উন্নত এবং শ্রেষ্ঠ ঈমান?

اَيُّ الْخَلْقِ اَعْجَبُ اِلَيْكُمْ اِيْمَانًا؟

অর্থ : কোন সৃষ্টি তোমাদের নিকট উন্নত ঈমানের অধিকারী?

সাহাবীরা বললেন,

[১] আল-কুরআন, সূরা ইবরাহীম, ১৪:১৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ফেরেশ্‌তারা।
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟

অর্থ : তারা কিভাবে ঈমান আনবে না তারা তাদের রবের সামনে উপস্থিত সারাক্ষণ এবং তাসবীহ তাহলীলে ব্যস্ত।
অতঃপর সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর নবীদের। জবাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَ الْوَحْىُ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ؟

অর্থ : তারা কিভাবে ঈমান আনবেনা, অথচ তাদের সামনেই অহী অবতীর্ণ হয়?
অতঃপর সাহাবীগণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অপরাধীর সুরে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের ঈমান কতটুকু উন্নত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ وَ اَنَا بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ؟

অর্থ : তোমরা কিভাবে ঈমান আনবেনা, অথচ আমি সারাক্ষণ তোমাদের মাঝে?
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বললেন,

اَلَا اِنَّ اَعْجَبَ الْخَلْقِ اِلَىَّ اِيْمَانًا لَقَوْمٌ يَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ يَجِدُوْنَ صُحُفًا فِيْهَا كِتَابٌ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا فِيْهَا.

অর্থ : আমার নিকট সবচাইতে উন্নত ঈমানের অধিকারী তারা, যারা তোমাদের পরে আসবে তারা শুধু সাদা কাগজে লিখিত একটি কিতাব পড়বে, তারা ওটার ওপর পরিপূর্ণ ঈমান আনবে।[১]
সুতরাং আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অদৃশ্যের ওপর বিশ্বাসকারীরা এবং তাকে ভালোবাসাদানকারীরা শুধু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধ্যানে না বরং চোখের সামনে ভাসমান থাকবে। যারা যুগ যুগ ধরে আসবেন, সবাই।

[১] খতীবে তবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু সাওয়াবু হাযিহিল উম্মা : ৫৮৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন ৯৩ : এলম গাইব দ্বারা কী বোঝায়?
উত্তর : ইলমে গাইব ওই ইলমকে বলা হয়, যা আল্লাহ পাক ছাড়া অন্য কারো অবগতি নেই। এ ইলম শুধু আল্লাহর জন্যই খাস। তিনি একমাত্র সত্তাই অদৃশ্য বিশ্বাসের সত্তা।
প্রশ্ন ৯৪ : গাইবের ইলম দান করার পরও গাইব বলা যায়?
উত্তর : হ্যাঁ, গাইবের ই-লম দান করার পর গাইব বলা হয়। যেমন কুরআনে হাকিমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহপাক হযরত ইউছফের (আ.) ঘটনা জানালেন। ঘটনার ইতি টানতে গিয়ে আল্লাহপাক বললেন,

ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴿١٠٢﴾

অর্থ : এটা হচ্ছে গাইবের খবর যা তোমার নিকট ওহীর মাধ্যমে প্রদান করা হলো।[১]
সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, ইলমে গাইব ওহী হিসেবে অবতীর্ণ হওয়ার পরও কুরআনী পরিভাষায় গাইব বলা হয়।
প্রশ্ন ৯৫ : ঈমান বিল-গায়ব বা অদৃশ্যের ওপর বিশ্বাস দ্বারা কী বোঝায়?
উত্তর : ঈমান বিল-গায়ব দ্বারা আল্লাহর সেসব মৌলিকত্বের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করাকে বুঝায় যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ পবিত্র জবানে বলেছেন।
প্রশ্ন ৯৬ : দুর্বল ঈমানাদরদেরকে শয়তান কিভাবে আক্রমণ করে?
উত্তর : যারা কাফির, তারা-তো শয়তানের রাস্তায় অবিচল আছেই। তবে মুমিন বান্দাদেরকে শয়তানের হামলা করা খুবই মুশকিল। শয়তানের আক্রমণের ব্যাপারে কুরআনে করীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

অর্থ : সে (শয়তান) বলে, আমি নিশ্চয়ই সে সমস্ত লোকদেরকে গোমরাহ করবই, কিন্তু আল্লাহর সে সমস্ত নেক বান্দা ব্যতীত (কারণ তারা আমার এবং নফসের ধোঁকা থেকে মুক্ত)।[১]

[১] আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ, ১২:১০২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ কারণে শয়তান পরিপূর্ণ ঈমানদারদের চাইতে দুর্বল ঈমানদারদেরকে পথভ্রষ্ট করতে গিয়ে সহজেই সফলতা লাভ করে। কেননা শয়তান পথভ্রষ্ট করার শপথ গ্রহণ করে :

قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾

অর্থ : আমি নিশ্চয় বনি আদমকে পথভ্রষ্ট করার জন্য তাদের কুসুমাস্তীর্ণ রাস্তায় বসে থাকব।[২]

ভালোকাজের স্বল্পতা দুর্বল ঈমান হওয়ার কারণ। ঈমান শক্ত মজবুত ও পাকা না হওয়ার কারণে শয়তান দুর্বল ঈমানদারদের হৃদয়ে প্রতারণা সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। যেমন শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা মানে হৃদয়ে আল্লাহর অস্তিত্বের ওপর নানারকম প্রশ্ন জাগা বেহেশত দোযখের অস্তিত্বের ওপর এলোমেলো প্রশ্ন সৃষ্টি হওয়া। এধরনের আরো নানাবিধ সন্দেহ সংশয় ঈমানকে ধীরে ধীরে দুর্বল করে ফেলে। যেমন আল্লাহপাক ইরশাদ করেন,

إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَٰطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾

অর্থ : নিশ্চয়ই সে নিজে (শয়তান) এবং তার দল তোমাদের (এমন জায়গা থেকে) দেখছে, যেদিক থেকে তোমরা দেখতে পাচ্ছোনা।[৩]

প্রশ্ন ৯৭ : ঈমানের স্বাদ পাওয়ার সৌভাগ্য কার?

উত্তর : হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তিনটি গুণ যে ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, সেই তিনটি গুণের কারণে ওই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পাবে।

১. পৃথিবীর বুকে যা কিছু প্রিয় জিনিস আছে, সবকিছুর বিপরীতে আল্লাহ এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা অন্তরে বেশি হওয়া অর্থাৎ আল্লাহ এবং রাসুল সব থেকে বেশি প্রিয় হওয়া।
২. কোনো ব্যক্তিকে শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসা অর্থাৎ কাউকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য না থাকা শুধু আল্লাহ জন্যেই ভালোবাসা।

[১] আল-কুরআন, সূরা আল-হিজর, ১৫:৩৯-৪০
[২] আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৬
[৩] আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, ৭:২৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩. যখন কুফরী থেকে মুক্তি পেলে পুনরায় কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়া এত অপছন্দ হওয়া যে, জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা যেমন অপছন্দ।[১]

প্রশ্ন ৯৮ : ঈমান খাঁটি হওয়ার নিদর্শন কি?

উত্তর : ঈমান শুদ্ধ, খাঁটি হওয়ার নিদর্শন এই যে, যখন বান্দা আল্লাহপাকের সাথে সম্পর্ক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের মধ্যমে প্রতিষ্ঠা করে। যেমন আল্লাহপাক ইরশাদ করেন,

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴿٨٠﴾

অর্থ : যে ব্যক্তি রাসুলের অনুসরণ করল এবং হুকুম মানল সে বস্তুত আল্লাহপাকের হুকুম মানল।[২]

যদি ঈমানের তুলনায় শরীর হয় ও শরীরের আনুগত্য এবং মুহাব্বতে রাসুল হচ্ছে রূহ। রূহ ছাড়া যেমন শরীরের মূল্য নেই তেমনি অনুগত্য এবং মুহাব্বতে রাসুল ছাড়া ঈমানের দাবী করা বেহুদা ও মূল্যহীন। যেমন যখন মানুষের মৃত্যু হয় তখন শুধু শরীর থেকে রূহটি বের হয়ে যায়, চোখ, নাক, কান, হাত, পা শরীর থেকে আলাদা হয়না সবকিছু অক্ষত থাকে। কিন্তু রুহ বের হয়ে গেলে মানুষ জীবিত থাকেনা, তাকে মৃত বলা হয়। ঠিক একই পরিণতি আমাদের আমলেরও। সমান হিসাব-নিকাশ আমাদের আমলী জিন্দেগীর। যদি আমরা ইসলামের যাবতীয় কার্যাদি পালন করি, কিন্তু আনুগত্য এবং অন্তরে মুহাব্বতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম না থাকে, তাহলে সবগুলি ফলশূন্য কাজ। নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, দাওয়াত এবং তাবলীগে দ্বীন সব বিদ্যমান, কিন্তু অন্তর রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালোবাসা থেকে খালি। তার সমুদয় ইবাদত প্রাণহীন, আমল হচ্ছে মুরদা লাশের মত, যা আমরা কাঁধে নিয়ে ঘুরি ফিরি। তার কোন আমল মূলত : তার কাজে আসবেনা।

প্রশ্ন ৯৯ : ঈমানের মূল কেন্দ্রবিন্দু কী?

উত্তর : ঈমানের মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্ক যদি দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়, তখন ঈমান পরিপূর্ণ হবে। আর যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্ক দুর্বল হয়, এমতাবস্থায় ঈমান নাকেছ এবং অপরিপূর্ণ হবে। আর আল্লাহ না করুক যদি

[১] মুসলিম, আস-সাহীহ, বয়ানু খিসালি মানিত্তাসাফা বিহিন্না ওজদা হালাওয়াতিল ঈমান, ১:৪৯
[২] আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:৮০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সম্পর্ক একদম ছিন্ন হয়ে যায় তখন ঈমান একদম খতম হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

অর্থ : যারা রাসুলের ওপর ঈমান আনবে, তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করবে, প্রয়োজনানুপাতে সাহায্য সহযোগিতা করবে এবং ওই নূরের অনুসরণ করবে যা তার সাথে অবতীর্ণ হয় তারাই সফলকাম।[১]

দ্বীন, ঈমান, ইলম, আমল, দাওয়াত এবং তাবলীগ এতো সবের মূল কেন্দ্রবিন্দু উৎস হচ্ছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্ব ও অনুসরণ-অনুকরণকে কেন্দ্রকরেই পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন ১০০ : মুসলিম উম্মতের ঈমানের দৃঢ়তার জন্য তাহরীকে মিনহাজুল কুরআন কী কী কর্মসূচি গ্রহণ করে কাজ করে?

উত্তর : বর্তমান যুগে মুসলিম সমাজ এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখী হয়ে চূড়ান্ত সীমানায় অতিক্রম করছে। এমন নাজুক পরিস্থিতির কঠিন মুহূর্তে ইসলামী মিল্লাত নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে ইসলামী ধ্যান ধারণার পুনর্জাগরণ এবং আন্দোলনের নবজাগরণ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। দুইশ বছরের কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখী হয়ে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ফলাফলে মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে আজ অনুভূতির জাগরণ হয়েছে যে, যদি নিজের সম্মান এবং নিজস্ব স্বকীয়তার সাথে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হয়, তাহলে নিজের চিন্তাভাবনাকে আমূল পরিবর্তন করতে হবে। স্রষ্টার নিবিড় বন্দেগীতে এবং রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোলামী ছাড়া মুক্তি অসম্ভব। তাহরীকে মিনহাজুল কুরআন সময়ের এ চাহিদার যথার্থ বাস্তবতা। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার বন্দিদশায় নিপতিত মুসলিম মিল্লাতকে ইসলামের পুর্জাগরণ সৃষ্টি এবং আন্দোলনের অনুপ্রেরণা সৃষ্টির জ্বলন্ত নিদর্শন। তাহরীকে মিনহাজুল কুরআন মুসলিম মিল্লাতকে দলেদলে বিভাজন এবং ফেরকাবন্দি থেকে ঐক্য, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির এক অভূতপূর্ব প্রশিক্ষণ কর্মশালা। তাহরীকে মিনহজুল কুরআন মুসলিম মিল্লাতের অবস্থার পরিশুদ্ধি ও প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে এবং আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

[১] আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৫৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এর সাথে নিবিড় সম্পর্ক এবং মজবুত ঈমানের অধিকারী হওয়ার জন্য তিন ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করে মাঠে ময়দানে কাজ চালিয়ে যায় :

১. বর্তমানে বান্দার সম্পর্ক আল্লাহর সাথে অনেকটা দুর্বল। যার ফলে আকীদা, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে শিথিলতা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে একের অপরাধে গোটা সমাজকে তার দায়ভার গ্রহণ করতে হচ্ছে। এ থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ইউনিট থেকে জেলা পর্যায় পর্যন্ত এবং জেলা থেকে বিভাগ পর্যন্ত প্রতিটি সেক্টরে যিক্‌রে মাহফিল কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ যিক্‌রে মাহফিলের দ্বারা আল্লাহর প্রতি মুহাব্বত, বন্দেগী এবং আল্লাহকে ভয় করার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা হয়। আর রমজানুল মুবারক মাসে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের লক্ষে ই'তেকাফ এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যার ফলে আল্লাহর ভয়ে তাদের হৃদয় ভেঙ্গে যায় এবং সারাক্ষণ ইবাদতে মশগুল থাকে, এবং রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রকৃত আশেকে পরিণত হয়। সংখ্যার দিক দিয়ে হয়ত মদিনা মুনাওয়ারার পর এটাই সবাচইতে বড় অনুষ্ঠান।

২. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে আন্তরিক সম্পর্ক গঠনের নাম ঈমান। বর্তমান যুগে রাসুলের সাথে আমাদের দাসত্বের সম্পর্ক অত্যন্ত দুর্বল আমাদের সম্পর্ক দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করতে হবে। যা শুধু কথায় নয়, কাজে পরিণত করে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। এ লক্ষ্যে তাহরীকে মিনহাজুল কুরআন মাহফিলে না'তের আয়োজন করে যাতে রাসুলের অনুসরণের প্রশিক্ষণ এবং আশেকে রাসুল হওয়ার ক্ষেত্রে যথার্থ ভূমিকার দাবী রাখে। আনুগত্য ও অনুসরণকে প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ ক্যাম্পও গঠন করা হয়। ১২ রবিউল আওয়াল আজিমুশ্‌শান জশ্‌নে জুলুশ ঈদএ মিলাদুন্নবীর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। যার ফলে যুবকদের মাঝে রাসুলের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়।

৩. বর্তমানে মুসলিম মিল্লাত দ্বীনের ব্যাপারে নানাবিধ রোগে জর্জরিত, তার উপযুক্ত চিকিৎসা একান্তভাবে প্রয়োজন। এমন রোগের মূল কারণ হচ্ছে- মুসলিম মিল্লাত কুরআনে হাকিমের জীবন্ত হিদায়ত থেকে সরে যাওয়া। যে কারণে মুসলিম উম্মাহ বিশ্বজুড়ে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছে এবং বর্ণনাতীত ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এ চরম পরিণতি থেকে মুসলিম উম্মাহকে বাঁচাতে তাহরীকে মিনহাজুল কুরআন দেশের বিভিন্ন এলাকায় মহল্লায় মাসিক, সাপ্তাহিক দরসে কোরআন মাহফিলের আয়োজন করে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রমাণপঞ্জী

১. ইবরাহীম আনীস : **আল-মু'জামুল ওয়াসীত**, ইয়াহইয়ায়িত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, লেবানন

২. ইবনে আবী শায়বা : আবূ বাকার আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে উসমান ইবনে কূফী (১৫৯–২৩৫ হি./৭৭৬–৮৪৯ খ্রি.), **আল-মুসান্নিফ**, মাকতাবাতুল রাশীদ, রিয়াদ, সৌদি আরব (১৪০৯ হি.)

৩. ইবনে হাব্বান : আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইবনে হাব্বান ইবনে আহমাদ ইবনে হাব্বান (২৮০–৩৫৪ হি./৮৮৪–৯৬৫ খ্রি.), **আস-সাহীহ**, বৈরুত, লেবানন, মু'আসসাতুর রিসালা (১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.)

৪. ইবনে হাব্বান : আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইবনে হাব্বান ইবনে আহমাদ ইবনে হাব্বান (২৮০–৩৫৪ হি./৮৮৪–৯৬৫ খ্রি.), **আল-উযমা**, দারুল 'আসিমা, রিয়াদ, সৌদি আরব (১৪০৮ হি.)

৫. ইবনে সা'আদ : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ (১৬৮–২৩০ হি.), **আত-তাবকাতুল কুবরা**, দারু বৈরুত, বৈরুত, লেবানন

৬. ইবনে কাসীর : আবূল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর (৭০১–৭৭৪ হি.), **তাফসীর ইবনে কাসীর**, দারুল মা'রিফা, বৈরুত, লেবানন

৭. আহমাদ ইবনে হাম্বল : আবূ আবদিল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (১৬৪–২৪১ হি./৭৮০–৮৫৫ খ্রি.), **আল-মুসনাদ**, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, লেবানন (১৩৯৮হি./১৯৭৮ খ্রি)

৮. বুখারী : আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুগীরা (১৯৪–২৫৬ হি./৮১০–৮৭০ খ্রি.), **আস-সাহীহ**, দারুল কলম, বৈরুত, লেবানন (১৪০১ হি./১৯১৮ খ্রি.)

৯. ইবনে মানযূর আফরীকী : মুহাম্মদ ইবনে মুকাররম ইবনে মানযূর আল-মিসরী (৬৩০–৭১১ হি.), **লিসানুল আরব**, দারু বৈরুত, বৈরুত, লেবানন

১০. বায়যাবী : আবূ সাঈদ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, **তাফসীরে বায়যাবী**, মাআসসাতুল আলমী, বৈরুত, লেবানন

১১. হাকিম : আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩২১–৪০৫ হি./৯৩৩–১০১৪ খ্রি.), **আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন (১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.)

১২. খতীবে তাবরীযী : মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, **মিশকাতুল মাসাবীহ**, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন (১৯৯১০ খ্রি.)

১৩. রাগিব ইসপাহানী : হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল মাফাযযল (মৃত্যু : ৪৪৫ হি.), **মুফরদাতু ফী গারীবিল কুরআন**, নূর মুহাম্মদ কারখানা, করাচী, পাকিস্তান

১৪. যুবাইদী : মুহিব উদ্দীন আবী ফয়য আস-সাইয়েদ মুহাম্মাদ মুরতাযা আল-হুসাইনী, **তাজুল উরূস মিন জাওয়াহিরিল কামূস**, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন (১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.)

১৫. যিরকানী : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদিল বাকী (১০৫৫–১১২২ হি./১৬৪৫–১৭১০ খ্রি.), **শরহুল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়া**, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

১৬. তুহাবী : আবূ জা'ফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সালামা ইবনে আবদিল মালিক ইবনে সালমা (২২৯-৩২১ হি./৮৫৩-৯৩৩ খ্রি.), **শরহু মা'আনিল আসার**, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন (১৩৯৯ হি.)

১৭. তিয়াসী : আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনে দাউদ (১৩৩-২০৪ হি.), **আল-মুসনাদ**, দারুল মা'রিফা, বৈরুত, লেবানন

১৮. কাসতলানী : আবূল আব্বাস আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবী বাকার (৮৫১-৯২৩ হি./১৪৪৮-১৫১৭ খ্রি.), **আল-মাওয়াহিবিল লাদুনিয়া**, আল-মাকতাবুল ইসলামিয়া, বৈরুত, লেবানন

১৯. মুসলিম : ইবনুল হাজ্জাজ কুশায়রী (২০৬-২৬১ হি./৮২১-৮৭৫ খ্রি.), **আস-সাহীহ**, দারু ইয়াইয়ায়িত তারাসুল আরবী, বৈরুত, লেবানন

২০. নাসায়ী : আবূ আবদির রাহমান আহমাদ ইবনে শু'আইব (২১৫-৩০৩ হি./৮৩০-৯১৫ খ্রি.), **আস-সুনান**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন (১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.)

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com